৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১৯ আশ্বিন – ২৫ আশ্বিন, ১৪২৫ ঃ ৬ অক্টোবর – ১২ অক্টোবর , ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 50, 6 October - 12 October, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

**পুজোর চালচিত্র**

- সার্বজনীন দুর্গাপুজো ইতিহাস ও বিকৃতি
- ব্যস্ত বনকাপাশী

সাতের পাতায়

**রত্নমালা**
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

# কারেকশনের জটিল জমানাতেও উত্থানের রূপালি রেখা স্পষ্ট হচ্ছে

**পার্থসারথি গুহ**

এখন যেভাবে শেয়ার বাজার প্রায় রোজ নিয়ম করে নিচে আসছে তাতে ভীত লগ্নিকারীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। প্রথমত কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? এই পর্যায় বলতে বোঝাচ্ছে নেহাত প্রচুর বাড়ার পর বাজার পড়ছে, নাকি একেবারে এর কঙ্কাল বেরনো আরম্ভ হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। পাশাপাশি ক্রুড অয়েলের দামের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন অনেক বাজার বিশেষজ্ঞ। তেলের পাশাপাশি টাকার প্রেক্ষিতে ডলারের ক্রম উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোনা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। এর মধ্যে এখন যে ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধের শেয়ারে এখনও একটা তেজি ভাব রয়েছে। পাশাপাশি আগামী ২-৩ বছরের জন্য যে সেক্টরের দিকে নজর দিতে হবে সেটা হল মেটাল বা ধাতু। এর মধ্যে যারা ভারী নাম তাদের তুলে রাখতে হবে তালিকায়। নিশ্চিতভাবে পরবর্তী রানে এসব জায়গা থেকে ফলপ্রসূ হওয়া যাবে।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথমে বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও পরে তারা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছিলেন। এখন তাঁরা আবার পুরোদমে বিক্রি করছেন। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে ৩ টি রাজ্যের ভোটের ফলাফল দেখে আবার পরিপূর্ণভাবে বাজারে প্রবেশ করতে হবে বলে নিদান তাঁদের।

আরও একটা দিক যেটা আগামীতে ভারতের শেয়ার বাজারের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে তা হল ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচন। যতদূর সম্ভব খবর সামনের বছরের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯-এর বাজেট হয়ে উঠতে পারে জনমুখী। সেক্ষেত্রে সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে জনমুখী বাজেট হলে তাতে বিদেশিদের বিক্রির হার যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। সেক্ষেত্রে অন্য একটা যুক্তিও অবশ্য আছে বুলদের হাতে। তাঁদের বক্তব্য, এখন ভারতের বাজারের সংজ্ঞা অনেকটাই পালটে গিয়েছে। বছরখানেক ধরে এখানে বিদেশিরা আর নিয়ন্ত্রক থাকছেন না। বাজারে রাজত্ব করতে দেখা যাচ্ছে দেশি ফান্ড বা ডোমেস্টিকদের। দেশি বাবুদের এই রমরমার জমানায় বিদেশিদের বিক্রি কতটা প্রভাব ফেলবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এর পালটা একটা যুক্তিও অবশ্য হাতের কাছে মজুত আছে। সেই তথ্য বলছে, বিদেশিরা যে পেস বা ভলিউমে বিক্রি করেন তার ধারেকাছে যদি তাদের সওদা (অবশ্যই বেচা) শুরু হয় তাহলে ভারতের বাজারের কপালে আরও অনেক দুঃখ নেমে আসতে পারে। সেদিকটায় অর্থাৎ বিদেশিদের কেনা-বেচার ভলিউমের দিকে তাই আপাতত সজাগ দৃষ্টি রাখবে শেয়ার বাজার। বস্তুত কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বিদেশিরা ছিলেন ভারতীয় বাজারে কর্তৃত্বকারী বা নিয়ন্ত্রক। সেই ব্যাটন আপাতত হস্তান্তরিত হয়ে ডোমেস্টিক বা ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের হাতে এসেছে।

এতকিছু বিপদসঙ্কুল সম্ভাবনা থাকলেও যেভাবে মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজের মতো শেয়ার বাজারের রেটিং নির্ণয়কারী সংস্থা ভারতীয় অর্থবাজারের ওপর আস্থা পোষণ করছেন, বিশ্বব্যাঙ্ক যেভাবে ভারতের বৃদ্ধি নিয়ে আশাপ্রকাশ করছেন ও সর্বোপরি যে বিশাল টার্গেট নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য এই দুনিয়া খ্যাত সংস্থাগুলি বেঁধে দিচ্ছে তাতে আবার নেতিবাচক ভাবতেই ভয় লাগছে। এর মধ্যে আরও একটি সমীক্ষার ফল জানাচ্ছে ২০৩০ এর মধ্যে ভারতীয় অর্থবাজার পারফরমেন্সের দিক থেকে ছাপিয়ে যাবে জাপানকে। আর আমেরিকাকে টপকে চিন যাবে শীর্ষে। এই ধরনের সমীকরণ তৈরি হলে নিশ্চিতভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের নকশাটাই পালটে যাবে। তবে তার আগে বেশ কিছু ধাক্কা খেতে যে হবে তা নিশ্চিত।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**৬ অক্টোবর – ১২ অক্টোবর, ২০১৮**

**মেষ:** স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

**বৃষ:** সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

**মিথুন:** লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

**কর্কট:** জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

**সিংহ:** দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

**কন্যা:** অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

**তুলা:** পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

**বৃশ্চিক:** শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

**ধনু:** শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ-ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

**মকর:** কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

**কুম্ভ:** প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

**মীন:** শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

## বীরভূমে গ্রাম রোজগার সেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩ জন 'গ্রাম রোজগার সেবক' নেবে বীরভূমের মুরারাই-১ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস। নিয়োগ করা হবে গোর্সা, মুরারাই এবং রাজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৯৭৭।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.birbhum.gov.in প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ৫ অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

## রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং, ফরেস্ট এবং স্কুল এডুকেশন দফতরে ৪ জনকে নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৭।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwbonline.gov.in

## রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে মোট ৩১ জনকে নেবে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়োগ করা হবে ডান্স, হিস্ট্রি অব আর্ট, রবীন্দ্র সঙ্গীত, পলিটিক্যাল সায়েন্স-সহ বিভিন্ন বিষয়ে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.rbu.ac.in দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা দরখাস্ত ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের অফিসে।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

## রাজ্য সরকারে ল অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০ জন ল অফিসার নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিয়োগ হবে রাজ্যের আইন দফতরে। এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনে স্নাতক। গত পাঁচ বছরের মধ্যে যাঁরা ডিগ্রি লাভ করেছেন, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়স : ১-১-২০১৮ তারিখে ২১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সে ছাড় পাবেন।

বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ৪০,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wb.gov.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

৭ অক্টোবরের মধ্যে রেজিস্টার্ড পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : 'The Secretary to the Govt. of West Bengal, Law Dept. Writers'Buildings. Kolkata-700 001. অথবা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরাসরি গিয়েও দরখাস্ত জমা দিয়ে আসতে পারেন।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* এক কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। এটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।
* বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাডমিট কার্ড।

## কলকাতা হাইকোর্টে ২২১ গ্রুপ 'ডি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ২২১ জন গ্রুপ 'ডি' কর্মী নেবে কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিনাল ও অ্যাপিলেট সাইড। নিয়োগ করা হবে ফরাস, পিওন, অর্ডার্লি, বরকন্দাজ, দারোয়ান, নাটই গার্ড, ক্লিনার পদে। প্রাথমিক ভাবে এটি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 4441-RG

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ৬৪, সাধারণ-ই সি ৩২, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ১১, সাধারণ-খেলোয়াড় ৪, সাধারণ-শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, সাধারণ-চলাচলে অক্ষম বা সেরিব্রাল পালসি ২, সাধারণ-দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি জাতি-ই সি ১৪, তফসিলি জাতি-প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, তফসিলি উপজাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ই সি ৭, তফসিলি উপজাতি-প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, ওবিসি-এ ১২, ওবিসি-এ-ই সি ৮, ওবিসি-এ প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, ওবিসি-বি ৮, ওবিসি-বি-ই সি ৪, ওবিসি-বি- প্রাক্তন সমরকর্মী ২।

খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে এই সমস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে ; অ্যাথলেটিক্স (ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট সহ), ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবল টেনিস, ভলিবল, টেনিস, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, রাইফেল শুটিং, কবাডি, খো খো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাস। বাংলা ও ইংরেজি পড়তে ও লিখতে জানা চাই। স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা আবেদন করবেন না।

খেলাধূলার যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ক্রীক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বা জাতীয় বা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা বা জাতীয় স্কুল গেমসে অংশ নিয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১-১-২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসি-রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৪,৯০০-১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৫ নভেম্বর। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে এরিথমেটিক, জেনারেল নলেজ, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ইংলিশ বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। সময় ৭৫ মিনিট। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.calcuttahighcourt.gov.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের দু'কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউট নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৪০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা)। ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। অফলাইনেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। চালানের মাধ্যমে নগদে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে-কোনও শাখায় ফি জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক চার্জ বাবদ দিতে হবে ২৪ টাকা। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর। যথাযথ সংস্থা কর্তৃক মনোনীত এবং স্পনসর্ড এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ও প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

## পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২১ জন কর্মী নেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস। প্রাথমিকভাবে ১ বছরের চুক্তিতে মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুর‍্যাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের অধীনে নিয়োগ করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 800/MGNREGA/I/2018/2.

শূন্যপদের বিবরণ : টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট : ১৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্স-সহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ। উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। সঙ্গে অন্তত ছয় মাস মেয়াদের কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

বয়স : ১-১-২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ১৯,৬২০ টাকা এবং প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১১,৯৯০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pachimmedinipur.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর।

দরখাস্তের পদ্ধতি-সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

## সেনাবাহিনীতে গ্র্যাজুয়েট তরুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু গ্র্যাজুয়েট তরুণ নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়োগ হবে হাবিলদার (সার্ভেয়র অটোমেটেড কার্টোগ্রাফার) পদে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি অথবা বিএ ডিগ্রি। স্নাতক একটি বিষয় হিসেবে গণিত পড়ে থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে মূল তিনটি বিষয় হিসেবে অঙ্ক, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। বিই, বিটেক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য।

বয়স : ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৬৯ সেমি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে হতে হবে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি, ওজন ৫০ কেজি।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকে ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ৬টি পুশ আপ, জিগজ্যাগ ব্যালেন্স ও ৯ ফুট লং জাম্প (ডিচ)।

দু'টি পত্রের লিখিত পরীক্ষায় মোট ২০০ নম্বরের প্রশ্ন হবে। প্রথম পত্রে অঙ্কের মোট ৫০টি প্রশ্ন হবে। দ্বিতীয় পত্রে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি মিলিয়ে মোট ৫০টি প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের নম্বর ২। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতি পত্রের পাশ নম্বর ৪০।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in ৫ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। ৫ অক্টোবর থেকে খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

## শব্দবার্তা ৯৯

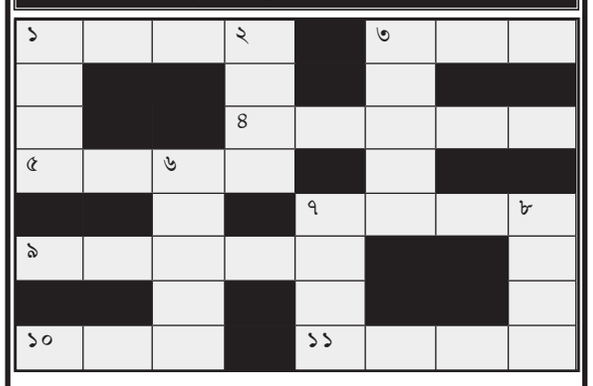

**শুভজ্যোতি রায়**

### পাশাপাশি

১। অগ্রজ ৩। ব্যয়, – পত্র ৪। শ্রীচৈতন্যদেব ৫। বড় মন্দিরা ৭। হিন্দুদের এক পদবি ৯। শ্রমিক ২০। রান্নার মশলা বিশেষ ১১। জলপাত্র।

### উপর-নীচ

১। বিরক্তিকর বাচালতা ২। দাবাগ্নি ৩। হুঁশিয়ার, সাবধান ৬। শাহজাহানের অমর সৃষ্টি ৭। পদ্ম ৮। সমুদ্র, পারাবার।

### সমাধান : শব্দবার্তা ৯৮

**পাশাপাশি :** ১। কড়িআলা ৩। বিক্রম ৫। বাড়বাড়ন্ত ৬। নকশা ৮। লকার ১১। সিন্ধুসভাত্যা ১৩। শঠতা ১৪। কমবেশি।

**উপর-নীচ :** ১। কলি ২। লাজবাব ৩। বিচিন্তন ৪। মহানিশা ৫। বালুকা ৭। কবিতা ৮। লবকুশ ৯। রসিকতা ১০। প্রাসঙ্গিক ১২। কাশি।

**আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে**

৯৮৭৪০১৭৭১৬

## কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **আজাদগড় পোস্টঅফিস** – শম্ভু ভট্টাচার্য ● **নেতাজীনগর** – অনিমেষ বিশ্বাস ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, জ্যোতিবোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **যাদবপুর** – ৮বি বাসস্ট্যান্ড কুণ্ডু বুকস্টল, রতন ● **ক্যানিং স্টেশন**-বলরাম দেবনাথ ● **বাটানগর** – জয়দেব মণ্ডল ● **মগরাহাট স্টেশন** – ক্ষিতীশ মণ্ডল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-শশধর পাত্র ও সুমনা পাত্র ● **কাকদ্বীপ স্টেশন**-সুভাশিস দাস, খোকন পাত্র ● **বারাসত রেলস্টেশন**-কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **কল্যাণী**-গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল, দীপক, গুপী ● **ফরিয়াপুকুর**-চক্রবর্তী বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **চিড়িয়া মোড়**-স্বপন বুকস্টল ● **বরাহনগর**-রথীন দে ● **বরাহনগর বাজার**-দীপক বুকস্টল ● **শ্যামপুকুর স্ট্রিট** – শ্যামল দা ● **মুচিবাজা**-পলাশ হালদার ● **বিরাটি** – তপন ● **এয়ারপোর্ট**-সুকুমার ● **তেঘোরিয়া** – সন্টু ● **১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড**-শ্যামল ● **কালিন্দী**-বিশু সাহা ● **নাগের বাজার**-অরুণদা ● **দমদম** অটোস্ট্যান্ড-সুজয় ● **হাডকো মোড়**- জে এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-শম্ভু বুকস্টল, যোতীন সরকার, সুমিতদা, সৌমিত্র চক্রবর্তী ● **উল্টোডাঙা** – ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স শিবু ● **বাগবাজার** – লক্ষ্মণ দা ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – উমেশ সিং ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**- খোকন কুন্ডু ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন ● **উত্তরপাড়া ৩ নং প্লাটফর্ম**- সাধন দা ● **লিলুয়া বাজার** – জীবন পাল ● **বেলুড় জিটি রোড** – সন্দীপ সাহা ● **আহেড়িটোলা** – মাধাই বর্মন ● **আমতা থানামোড়** – সুমিত সাহা ● **মুন্সিরহাট গভঃ বাসস্ট্যান্ড** – বিকাশ খোটেল ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১৯ আশ্বিন – ২৫ আশ্বিন, ১৪২৫ ঃ ৬ অক্টোবর – ১২ অক্টোবর , ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 50, 6 October - 12 October, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

পুজোর চালচিত্র
- সার্বজনীন দুর্গাপুজো ইতিহাস ও বিকৃতি
- ব্যস্ত বনকাপাশী

সাতের পাতায়

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** দীর্ঘদিনের অমানবিক প্রথা উপেক্ষা করে কেরলের

শবরীমালা মন্দিরের দরজা ১০ থেকে ৫০ বছরের মহিলাদের জন্য খোলার আদেশ দিল দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। ধর্মস্থানে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতেই এই সিদ্ধান্ত।

**রবিবার :** রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় সন্ত্রাস প্রশ্নে পাকিস্তানকে

তুলোধনা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বক্তৃতায় তিনি টেনে আনেন মুম্বই হামলা ও ওসামা বিন লাদেনের প্রসঙ্গ।

**সোমবার :** আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের গতি পাচ্ছে সারদা–চিট ফান্ড তদন্ত। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ, কিছু গ্রেপ্তার, তারপর

দীর্ঘ নীরবতার পর রাজ্যের অসহযোগিতায় সোচ্চার সিবিআই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশে ফাইল চেয়ে পাঠালো নবান্ন থেকে।

**মঙ্গলবার :** স্টেট ব্যাঙ্কের চালু চিপহীন ডেবিট কার্ডের বদলে চালু

হতে চলেছে বেশি নিরাপত্তা যুক্ত চিপ লাগানো ডেবিট কার্ড। চিপহীন ডেবিট কার্ডের পরিষেবায় সঙ্কোচন এনেছে স্টেট ব্যাঙ্ক। এই কার্ডে দৈনিক ৪০ হাজারের বদলে তোলা যাবে ২০ হাজার।

**বুধবার :** দমদম নাগেরবাজারে প্রকাশ্য রাস্তায় সকেট বোমা

বিস্ফোরণে এক শিশুর মৃত্যু ও পাঁচ জনের আঘাত উৎসবের আগে ব্যাপক অভিঘাত এনেছে শহরবাসীর মনে। সিআইডি তদন্ত চলছে। চলছে শাসক রাজনৈতিক দলের নেতামন্ত্রীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য।

**বৃহস্পতিবার :** ফার্মেসি বিভাগের ভয়াবহ আগুন আতঙ্ক

ছড়ালো গোটা কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জুড়ে। বাগড়ি মার্কেটের স্মৃতি ফিকে হতে না হতেই মেডিকেল কলেজ দেখিয়ে দিল দীর্ঘ অবহেলা ও দুর্নীতির ফলে কলকাতা এখন এক জতুগৃহ।

**শুক্রবার:** টানা বাড়তে থাকা জ্বালানি পণ্যের উর্দ্ধগতিতে

বেসামাল দেশবাসীকে খানিকটা হলেও স্বস্তি জুগিয়ে এক ধাক্কায় পেট্রল ও ডিজেলের দাম কমল আড়াই টাকা করে। এর মধ্যে অবশ্য দেড় টাকা উৎপাদন শুল্ক কম নেবে মোদী সরকার। বাকি ১ টাকার দায় চাপবে তেল সংস্থাগুলির ওপর। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে সাময়িকভাবে জ্বালানি জ্বালায় মলম পড়লেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

# শোকের ছায়া কুলপিতে

**মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার:** জন্মদিন ছিল বিভাসের। মায়ের সাথে খেলনা কিনতে গিয়েছিল ছোট্ট বিভাস। কিন্তু খেলনা আর কেনা হল না। বোমা বিস্ফোরণে অকালে প্রাণ গেল কুলপির বিভাস ঘোষের। গুরুতর ভাবে আহত হয় মা সীতা ঘোষ।

দমদম নাগেরবাজার বিস্ফোরণে মৃত বালক বিভাস ঘোষের আদি বাড়ি কুলপির রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতে মৌলিগ্রামে। তবে বিভাসের বাবা জন্মেজয় কাজের সুবাধে দমদমের নাগেরবাজার এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। জন্মেজয়ের ছোট ছেলে বিভাসের জন্মও ভাড়াবাড়িতে। তারপর আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছিল। বাবা জন্মেজয় মিষ্টির কারিগর আর মা সীতা পরিচারিকার কাজ করতেন। কোনও অনুষ্ঠান থাকলেই

মৌলিগ্রামের বাড়িতে সপরিবারের চলে আসতেন জন্মেজয়। যেমন ঘোষ পরিবারের ছোট ছেলে দীপেঞ্জয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে শেষবার এসেছিলেন সবাই। গত জুলাই মাসে প্রিয় ছোটকার সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে খুব মজা করেছিল বিভাস। ১০ দিন ছিল গ্রামের বাড়িতে। তারপর একপ্রকার জোর করে নাগেরবাজারের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছিল বিভাসকে। সেইসময় থেকে ছোটকার কাছে ৯ বছরের জন্মদিনের জন্য খেলনার আবদার করে রেখেছিল বিভাস।

মঙ্গলবার বিভাসের মৃত্যুর পর দেহের ময়নাতদন্ত হয়। তখনই পরিবারের লোকজন বিভাসের শেষকৃত্য করার সিদ্ধান্ত নেন মন্দিরবাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানে। বুধবার বেলা ২টো নাগাদ বিভাসের দেহ আসে শ্মশানে। সঙ্গে ছিলেন বিভাসের বাবা জন্মেজয়, কাকা দীপেঞ্জয়–সহ আত্মীয় প্রতিবেশীরা। মঙ্গলবার বেলা গ।তেই টিভির দৌলতে মৌলিগ্রামের মানুষ নাগেরবাজারের বিস্ফোরণে বিভাসের মৃত্যুর খবর জেনেছিলেন। গ্রামের অনেক মানুষও চেয়েছিলেন, বিভাসের দেহটা অন্তত একবার গ্রামে নিয়ে আসা হোক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভাসের দেহটি গ্রামে আর নিয়ে যাওয়া হয়নি। তবে গ্রামের প্রচুর মানুষ শ্মশানে চলে এসেছিলেন। তবে এদিন ওই মৃত বিভাসের পরিবার রাজ্যসরকারের কাছে আবেদন করে মুমূর্ষ ওই মা সীতা ঘোষ এর যেন সঠিক চিকিৎসা হয়। বাবা জন্মেঞ্জয় আর ছেলের জন্মদিন পালন করতে পারল না। জন্মদিনে মোমবাতি আর জ্বলবে না। শ্রাদ্ধের বাতি জ্বলবে বিভাসের ছবিতে।

## পুজোর আগে বিস্ফোরণের আতঙ্ক

# বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে মন্তব্যের রাজনীতি

**শক্তি ধর :** সামনেই শারদীয় উৎসব। বাংলা জুড়ে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। পুজো কমিটির কর্তারা আশা করছেন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মানুষের ঢল। অথচ সেই আশায় ছাই দিতে পারে রাস্তা–ঘাটে সহসা বিস্ফোরণ। নাগেরবাজারের অভিঘাত কাটতে না কাটতেই বিস্ফোরণের খবর আসছে হুগলি থেকে। সন্দেহ পুজোর আগে তৎপর হয়েছে জঙ্গিরা। একথা যদি সত্য হয় তাহলে পুজোমন্ডপগুলিতে নিরাপত্তার অভাববোধ মানুষের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য। আশ্বাস যারা দিতে পারে সেই পুলিশ ও গোয়েন্দারা আগাম খবর জানতে পুরোপুরি ব্যর্থ। এর মধ্যে রাজনীতিকদের আলটপকা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলছে। যার সুযোগ নিতে পারে বিচ্ছিন্নবাদী জঙ্গির দল।

খুন–ধর্ষণ–ডাকাতি বিপর্যয় থেকে বিস্ফোরণ। কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে এই সিরিয়ালই এখন দস্তুর। কয়েকদিনের হৈচৈ, বিতর্ক, চ্যানেলে প্যানেলে হট্টগোল। এরপর তদন্তের ঢেউয়ে আসা স্মৃতির আস্তরণে সবই বিস্মৃত। রাজনীতিকরা চেনা গলি চেনেন। যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই মন্তব্য টুকু করে ফের গলি পথে ঢুকে পড়েন অন্য মন্তব্যের সন্ধানে। উদ্দেশ্য হল গুলিয়ে দেওয়া, বিশ্বাসের সাদা জলকে ঘোলা করে দেওয়া।

অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধির জন্মদিনেও এই চেনা ছবিটাই দেখা দিল নাগেরবাজারের বিস্ফোরণে। বোমা ফাটল, শিশু নিধন হল, মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল কয়েকজনকে। 'তবু সাধ মিটিল না'। প্রথমে এল মন্তব্য। পরে তদন্ত। বাদ গেলেন না কেউই। পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীও। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন না পসন্দ বিরোধীদের। বাদ গেলনা আরএসএসও। অথচ এত কিছু হওয়ার পরেও যাদের দায় থেকে যায় সেই পুলিশ আর গোয়েন্দারা রইলেন রাজনীতির কার্পেটের তলায়।

মুখ্যমন্ত্রী অনেক লড়াইয়ের শরিক। বহু প্রতিবাদ আন্দোলনের দিশারি। তিনি জানেন রাজনৈতিক মন্তব্যে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া অসম্ভব। বরং বিতর্ক বাড়বে। পথে নামবে বিরোধীরা। বাতাস নোংরা করবে সরকার বিরোধী স্লোগানে–চিৎকারে। তার উপর আবার উঁকি মারছে জঙ্গি তৎপরতার জল্পনা।

তাই তিনি দেরি করেন নি। তদন্তভার তুলে দিয়েছেন সিআইডি–র হাতে। এবার অপেক্ষা। সেই কালের স্রোত আসবে। পলি পড়বে স্মৃতিতে। চুপচাপ তদন্ত চলবে।

এর আগেও এমনটাই ঘটেছে। বহু বিস্ফোরণ হয়েছে, তদন্ত ভার গিয়েছে সিআইডির উপর। কিন্তু রিপোর্ট আসে নি। কোনও একদিন একটা ছোট্ট খবরে দেখা যাবে চার্জশিট পেশ করেছেন গোয়েন্দারা। জামিন পেলেন অমুক। বিচার চলছে। দীর্ঘ আরও কয়েক বছর পর হয়ত কারোর সাজা হবে, আপিলের পর আপিল হবে। শুকিয়ে যাবে চোখের জল আর শোকভার।

রাজনীতিকরা কিন্তু প্রথমেই ফয়দা তুলে নিয়ে চলে গেছেন। কারণ তাঁরা জানেন স্বাধীন ভারতে ব্রিটিশের সরকার বান্ধব পুলিশ আইন আছে। তাই ভয় কি। কুছ পরোয়া নেই। হোক না যত খুশি বিস্ফোরণ আর বিপর্যয়। রুখবে কে? কিন্তু এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের রাজনীতি আর কতদিন? উত্তর নেই কারও কাছে। ঔপনিবেশিক আইন আর বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থা শাসকের সেরা হাতিয়ার। ও দুটোর খোল নলচে না বদলালে এমনটাই ভারতবাসীর ভাগ্যফল।

নাগেরবাজারের রেশ কাটতে না কাটতেই খবর আসছে হুগলি থেকে আর এক বিস্ফোরণ। অর্থাৎ এই সিরিজ পুজোর আগে যে ঝড় তুলতে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

# নাগেরবাজার বিস্ফোরণ নেপথ্যে জঙ্গি সংগঠন, মাওবাদী না অন্য কেউ?

**কুনাল মালিক :** গত ২ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনার দমদমের নাগেরবাজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে রাজ্যের মানুষ হতবাক। ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণে একজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। মহানগর কলকাতার কাছেই দিনের বেলা যেভাবে বিস্ফোরণ ঘটল– তা নতুন করে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন, গোয়েন্দা দফতরকে ভাবাচ্ছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এত তীব্র বিস্ফেরণের সরঞ্জাম কোথা থেকে এল? বিস্ফোরণের নেপথ্যে কে বা কারা? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত ভার সিআইডি হাতে তুলে দিয়েছেন। যদিও বিস্ফোরণের ঘটনাস্থলে অনেক নমুনা উদ্ধার সম্ভব হয়নি। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি এই ঘটনার পিছনে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জামাত উল মুজাহিদিন কিংবা মাওবাদীদের হাত থাকতে পারে। কারণ বিস্ফোরণে যে আইইডি ব্যবহৃত হয়েছে তার সাধারণত জেএমবি কিংবা মাওবাদীরা ব্যবহার করে থাকে। সিআইডি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে আটক করে জেরা শুরু করেছে। যে অজিত হালদারের ফল দোকানের পাশে বিস্ফোরণ হয়েছিল, তিনি এখনও গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাটে। তার বোনকে জেরা করে সিআইডি বেশ কিছু অসঙ্গতি পেয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতা লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় সিআইডি নজরদারি শুরু করেছে। পুজোর মুখে এই ধরনের বিস্ফোরণ চিন্তা বাড়িয়েছে গোয়েন্দাদের। ২০১৪ সালের বর্ধমানের খাগড়াগড়ে দুর্গাপুজোর সময় এক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল দুজনের। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এনআইএ জঙ্গি সংগঠনের একাধিক চাঁইকে গ্রেফতার করেছিল। রাজ্যের শাসক দল এই ঘটনাকে গেরুয়া সন্ত্রাস বলে অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে বিজেপি এই ঘটনা কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএকে তদন্তের দাবি তুলেছে।

যাইহোক, রাজ্যের মানুষও চাইছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। সেই সঙ্গে আগামী দিনে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষদের শান্তিতে বাস করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হোক।

# পুজো অনুদানে স্থগিতাদেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কোনও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে জনগণের টাকা দেওয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক সরকারের নেই। এতে ছড়াতে পারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। তাই রাজ্যের ২৮ হাজার পুজোকে সরকারি অনুদানের প্রস্তাব সংবিধান বিরোধী। এমন মন্তব্য করে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পুজো অনুদানে স্থগিতাদেশ দিলেন আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত। ওইদিন পরবর্তী শুনানীতে রাজ্যসরকারের পক্ষে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে এই অনুদান কিসের জন্য এবং এর খরচের উপর কোনও সরকারি নজরদারি থাকছে কি না। জানাতে হবে কিভাবে এই ২৮ হাজার পুজোকে বাছা হল। রাজ্যের আইনজীবী জানান, সেফ ড্রাইভ ও সেভ লাইফ কার্যকর করার জন্য এই পুজো অনুদান ইতিমধ্যেই অনেককে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই মন্তব্যে উষ্মা প্রকাশ করে বিচারপতি জানান স্থগিতাদেশ বলবত থাকবে নিস্পত্তি হবে চুড়ান্ত রায়ে।

ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের এই স্থগিতাদেশে রাজ্য সরকারকে কোণঠাসা করতে শুরু করেছে বিরোধিরা। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তারা। ফলে আগামী শুনানী পর্যন্ত অনুদান পাওয়া না পাওয়া নিয়ে চরম বিভ্রান্তি এড়ানো যাবে না।

# বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদ কি আগামীর অশনি সংকেত?

**কল্যাণ রায়চৌধুরী :** অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ বোর্ড গঠিত হল। জেলা সভাধিপতি হয়েছেন বীণা মণ্ডল। সহ সভাধিপতি পদে আবারও নির্বাচিত হয়েছেন নারায়ণ গোস্বামী। এদিন শাসকদলের পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা করেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং জেলা পর্যবেক্ষক তথা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। রাজ্যের অধিকাংশ জেলা পরিষদের মতো উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদও বিরোধীশূন্য। মোট ৫৭টি আসনেই শাসকদলের একচেটিয়া জয়জয়কার। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষের দিকে বাংলায় প্রায় সব কটি নির্বাচনে বিরোধীরা সব সময়ই সন্ত্রাসের অভিযোগ করত। সেই ধারা বর্তমান মা–মাটি মানুষের সরকারের ক্ষেত্রেও

## উত্তর ২৪ পরগনা

অব্যাহত। এটা বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদল আরও একবার প্রমাণ করে দিল। জন সমর্থন শাসকদলের পক্ষে যতই থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষের মনে নির্বাচন নিয়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টে এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে একটি মামলাও করেন। সুপ্রিম কোর্ট বিরোধীদের বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে শাসকদলের পক্ষেই রায়দান করে। এবং দেরিতে হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলাফল ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। তবে পদ নিয়ে এই জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত এখনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে বলে দলীয় কর্মীদের একাংশের অভিযোগ। আর একারণেই এখনও পর্যন্ত এই জেলায় কোনও রকমে জেলা পরিষদ গঠিত হলেও সবকটি পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করা সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদ গঠন প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এমন একটা দুঃশাসনের মধ্যে আছি যে তিনি একাধারে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণাও করেন। আবার বলেন বিরোধীশূন্য করতে। ফলে গণতন্ত্রে বিরোধীশূন্য করতে গেলে তো আর ভোট করার দরকার হয় না, নমিনেটেড করলেই হয়। নির্বাচনের নামে এই প্রহসনের দরকার কি? আর এটা যেমন গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অশনি সংকেত, তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের শুরু।'

এরপর পাঁচের পাতায়

# নিউজপ্রিন্ট থেকে ফ্যাশনপ্রিন্টে শব্দছক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আলিপুর বার্তার শব্দছক প্রণেতা রোজকার চেনা সাদামাটা শুভজ্যোতি রায় গত ৪ অক্টোবর ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে যখন ডালিয়া মিত্রের দশভূজা ফ্যাশান র‍্যাম্পের মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন রচিত হল এক অদেখা–অচেনা উত্তরণের কাহিনী। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে সাদা কালো খোপকাটা শব্দছক যে কোনও দিন নিউজপ্রিন্ট টপকে ফ্যাশনের আলোয় এসে দাঁড়াবে তা কোনওদিন ভাবতেও পারে নি শব্দছকে সদ্য রেকর্ড করা শুভজ্যোতি থেকে শহরের তাবড় তাবড় খবরের কাগজের সম্পাদকরাও।

কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন কলকাতার সাড়া জাগানো ফ্যাশন ডিজাইনার ডালিয়া বি মিত্র। পুরস্কৃত শুভজ্যোতিকে সম্মান জানানোর তাগিদ থেকেই

দুই কারিগর : শব্দছক নির্মাতা শুভজ্যোতি রায় ও ফ্যাশান ডিজাইনার ডালিয়া বি মিত্র (বাঁ দিকে)। র‍্যাম্পে মডেলরা।

এই ভাবনাটা মাথায় আসে প্রথম। তারপর তিন–চার মাসের মধ্যে কলকাতার অনবদ্য শিল্পীদের হাতে ব্লক বানানো, ডিজাইন ম্যাচিং করে প্রিন্টের পর আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরা– বলছিলেন শব্দ ছকের ভক্ত ডালিয়া। শুধু শাড়ি নয়, এরপর সালোয়ার, ব্যাগ, কুশন সবেতেই এই ছকভাঙা শব্দছকের ডিজাইন নিয়ে আসার ইচ্ছা আছে– জানালেন ডালিয়া। নিজের পরা শাড়িটা দেখিয়ে বললেন, এই চৌকো ছকের বদলে ছকের শেপটাও চেঞ্জ করার কথা ভাবছি। ছকের সঙ্গে কিভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন রবিঠাকুরের তাদের দেশ, কাঁথার নস্টালজিয়া তাও শোনালেন একান্ত সাক্ষাৎকারে।

কথাবার্তার শেষে ফ্যাশনের আলোয় উদ্ভাসিত র‍্যাম্পে শব্দছকের শাড়ি পড়ে কলকাতার নামি মডেলরা যখন হাঁটলেন ২০০ বছরের সংবাদপত্রের জগতে লেখা হল এক অন্য ইতিহাস। তাদের দেশ ও শারদীয় এই দুই পর্বে সৌরসেনী ও মেঘলার মতো মডেলদের ক্যাটওয়াকে বাজছে সুললিত সঙ্গীত মূর্ছনা। মনে হল সব সুর–তাল–লয় ডালিয়া–শুভজ্যোতির যুগলবন্দিতে তৈরি হয়েছে উত্তরণ সঙ্গীতে।

শারদীয় আলিপুর বার্তা

প্রকাশিত

গল্প লিখেছেন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● সিদ্ধার্থ সিংহ ● অরিন্দম আচার্য ও আরও অনেকে।

কবিতা লিখেছেন
রত্নেশ্বর হাজরা ● পি সি সরকার জুনিয়র ● দীপ মুখোপাধ্যায় ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

প্রবন্ধ লিখেছেন
ড. দীপক বড়পণ্ডা ● শ্যামল সেন ● জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ● স্বামী আত্মবোধানন্দ ● ড. শঙ্কর ঘোষ ● ডাঃ সুবোধ চৌধুরি ● কৃষ্ণচন্দ্র দে ● ড. জয়ন্ত চৌধুরী ● জয়ন্ত চ্যাটার্জী ও আরও অনেকে।

● এভারেস্টসহ দেশের বিভিন্ন পর্বতচূড়া আহরন করে তার রোমহর্ষক কাহিনী লিখছেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত দেবাশিস বিশ্বাস।

প্রচ্ছদ : আনন্দ চিত্রকর

● 'হঠাৎ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার হাতে দুটো ট্রামের টিকিটের পিছনে লেখা হাতে ধরিয়ে দিল'। এইসব মজাদার নিয়েই অকপটে স্বর্ণযুগের নায়িকা সবিতা বসু।

ভূপেন হাজারিকা কেমনভাবে আমাদের ভুবন মাতিয়ে দিল, কিভাবে প্রভাবতী দেবী হয়ে উঠলেন আঙুরবালা, তা উপহার দিয়েছিলেন আমাদের প্রয়াত প্রতিনিধি সনৎ কুমার পাল। অমূল্য সাক্ষাৎকার দুটি আমাদের আর্কাইভ থেকে তুলে দেওয়া হল এবারের শারদীয়য়।

স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও ফোনে বুক করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

**আলিপুর বার্তা**

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ৬ অক্টোবর – ১২ অক্টোবর, ২০১৮

## বিভাস–সৌমেনদের পরিবারে আর শারদ আনন্দ হবে না

শারদ উৎসবে ভরপুর তিলোত্তমার এক প্রান্ত বেহালায় যখন মাঝেরহাট ব্রিজ ভাঙনের অন্যতম শিকার সৌমেন বাগের মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে তখন তার পাশে গিয়ে কেই বা আর সান্তনা দেবে। নাগেরবাজারে বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বছর সাতেকের শিশু বিভাস ঘোষের পরিবারের দুঃখ মোচন করবেই বা কে? আসলে উলুখাগড়াদের জীবনযাত্রাই যে এইরকম। রাজা–রাজরা রা অনেক কিছুই বলবে, কিন্তু শোকসন্তপ্ত পরিবারের কষ্ট, দুর্দশা রয়ে যাবে তাদের ভাঙা আস্তাকুড়েই। এই ছবির কিন্তু কোথাও কোনও ব্যতিক্রম নেই। যুগ যুগ ধরেই এই রেওয়াজ চলে আসছে। কমিউনিস্ট চিনের তিয়েন–আন–মেন স্কোয়ারের রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়নে শহিদ হওয়া ছাত্রদের পরিবার, গুজরাটের ভয়াবহ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা, নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া মানুষগুলি আর ইসলামপুরের সাম্প্রতিকতম ঘটনায় মৃত ছাত্রদের পরিবারের হাহাকার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এরকম ঘটনা আরও ভুরি ভুরি রয়েছে, যেখানে ক্ষমতাবানদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা উজাড় করেছে অসংখ্য তরতাজা প্রাণ। কোথাও আবার রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দেওয়া সংগঠনের হাতে অকাতরে খুন হয়েছে বা হচ্ছে সাধারণ মানুষ। রাজনীতির ক্রিমটা হয়তো অনেকেই ভাগ করে নিয়েছেন, কিন্তু যার গেল, তার গেল'র মোচড় থেকেই গিয়েছে। শাসকের রঙ পাল্টালেও মানবিকতার জার্সি কেউই গায়ে চাপাচ্ছেন না। যা চোখে দেখা যাচ্ছে তাকে ছদ্ম নামাবলী বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই জন্যই হয়তো বীতশ্রদ্ধ কিছু মানুষ সবসময় প্রলাপ বকতে থাকে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। রাবণ প্রজা হিতৈষী ছিলেন না, এমন কথা বলেন না প্রবল রামভক্তরাও। কিন্তু, সীতা হরণের মতো এক ভুল কূটনৈতিক চালে মাত হয়েছিলেন দশানন। রাজ্য থেকে দেশ, মহাদেশ থেকে উপমহাদেশ, উন্নত থেকে উন্নতশীল সব জায়গাতেই চিত্রিত হয়ে চলেছে সেই এক ছবি। রাজা যে পোশাকেই থাকুন না কেন, তার বা তাদের মনের দম্ভ একই থেকে যাচ্ছে। যা সাধারণ মানুষের রোজনামচা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ মানুষ যেভাবে তার সরকারকে চায়, যে আস্বাদন পেতে চায় তা কিছুতেই ধরাছোঁয়া যায় না। শাসক আর শাসিতের সম্পর্কে আবদ্ধ না থেকে তা রূপান্তরিত হয় শাসক আর শোষিত তে। এর থেকে কিভাবেই আর ব্যতিক্রম থাকে আমাদের রাজ্য। দীর্ঘ বাম জমানার অবসানে কাঙ্খিত পালাবদল একদিকে যেমন উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ বয়ে নিয়ে এসেছে, ঠিক তেমনই শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্কের খুব বেশি উন্নতি ঘটাতে পারে নি। ফলে প্রজার মন না বুঝে এগোতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই হয়তো সেটব্যাক হচ্ছে। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই সরকার নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ঘেরাটোপ এড়িয়ে প্রচুর উন্নয়ন ঘটিয়েছে এ কথা যেমন দিনের আলোর মতো পরিস্কার ঠিক তেমনই গণতান্ত্রিক পরিসর ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা উদার তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে আগে ও পড়ে যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে তা কখনই অভিপ্রেত নয়। রিগিং, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোটের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ লড়াই বর্তমান শাসক দলকে লড়তে হয়েছে তার উলটপুরাণ হলে কিন্তু আহত হবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সংবেদনশীল মানুষ। তোল্লাই দেওয়া, আত্মতুষ্টিতে ভরপুর পাত্র–মিত্রর কথায় প্রভাবিত না হয়ে সরকারের উচিত রাজ্যবাসীর মনের গহনে যাওয়া। অনেকটা আগেকারদিনের রাজাদের ছদ্মবেশে প্রজার কাছে যাওয়ার মতোই জনতা জনার্দনের নাড়ির চাপ বুঝতে ও হাঁড়ির খবর মাপতে আরও নিখুঁত হতে হবে সর্বোচ্চ নের্তৃত্বকে।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

**অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ**

সন্তানদিগকে এমন বাজে কথা শিখাইও না। তারপর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আবার আর এক ধরনের নির্বোধ।তাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন, আমরা মারিয়া খাইব বলিয়াই এই সকল জীবজন্তু সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই জগৎ মানুষের ভোগের জন্য। এও প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা।বাঘও বলিতে পারে, 'মানুষ আমার জন্য সৃষ্ট' এবং ভগবানকে বলিতে পারে, প্রভো, মানুষগুলি কি দুষ্ট! তাহারা স্বেচ্ছায় আমাদের সম্মুখে আহাররূপে আসিয়া হাজির হয় না, তাহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে। যদি জগৎ আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এই অতি

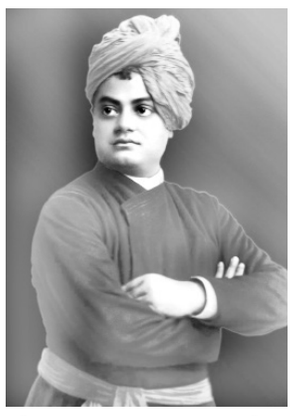

দুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।এই জগৎ আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে।জগৎ যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখানি জগতের জন্য।

অতএব ঠিকভাবে কাজ করিতে হইলে প্রথমেই আসক্তির ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হৈচিপূর্ণ কলহে নিজেকে জড়াইও না, নিজে সাক্ষীস্বরূপ অবস্থিত থাকিয়া কর্ম করিয়া যাও। আমার গুরুদেব বলিতেন, নিজ সন্তানদের উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর। দাসী তোমার শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেলা করিবে, অতি যত্নের সহিত লালন করিবে, যেন তাহার নিজের সন্তান, কিন্তু সাদীসে বিদায় দিবামাত্র সে ও গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত। এত যে ভালবাসা ও আসক্তি, সবই সে ভুলিয়া যায়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমার সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভার লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তুমিও যাহা কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে সবের প্রতি এইরূপ ভাব পোষণ কর। তুমি যেন দাসী আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর যাহা কিছু তোমার মনে কর, সবই তাঁহার। অত্যধিক দুর্বলতাই অনেক সময় মহত্তম কল্যাণ ও সক্তির ছদ্মবেশে দেখা দেয়।

## ফেসবুক বার্তা

মনে করিয়ে দেয় দেশভাগের স্মৃতি।

# ২৮ কোটি পূজা অনুদান নয়, ব্যয় হোক নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারাদের স্থায়ী পুনর্বাসনে

**নির্মল গোস্বামী**

বাংলার নব জাগরণ ভগীরথ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জন্মদিন সবে অতিবাহিত হয়েছে। তাই তাঁরই জীবনের এক ঘটনা দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু করি। ১৮৬৫–৬৬ সাল। বর্ধমান জেলায় ব্যাপক ম্যালেরিয়ায় প্রকোপ দেখা দেয়। সেই সময় গরিব মানুষকে চিকিৎসা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ডিসপেনসারি খোলেন। তারই তদারকি করার জন্য প্রতিমাসে বিদ্যাসাগর মশাই বর্ধমানে যেতেন। তিনি বর্ধমান স্টেশনে নামলেই ভিখারিরা ঘিরে ধরতেন। বিদ্যাসাগরও কাউকে বিমুখ করতেন না। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি বর্ধমান স্টেশনে নামেন। স্টেশনের প্রার্থীরা তাদের পাওনা নিয়ে চলে গেলে একটি কিশোর এসে বিদ্যাসাগর মশাইকে একটি পয়সা চেয়ে হাত বাড়ায়। বিদ্যাসাগর মশাই কিশোরটিকে জিজ্ঞাসা করে এক পয়সায় কি করবি? ছেলেটা উত্তর দেয় মুড়ি কিনে খাবো। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন, যদি এক আনা দিই তাহলে কি করবি? ছেলেটি বলল তাহলে আজ দুআনা কাল দুআনার মুড়ি কিনে মা আর আমি খাব। বিদ্যাসাগর মশাই বলেন যদি চার আনা দিই তাহলে কি করবি? ছেলেটি বলে তাহলে চার আনার জাল কিনে বাড়ি যাব। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কৌতূহল বেড়ে গেল তিনি বলেন যদি আট আনা দিই তার কি করবি? ছেলেটি বলল তবে চার আনা সংসারের জন্য রেখে চার আনার আম কিনে ব্যবসা করব। বিদ্যাসাগর মশাই বললেন যদি তোকে এক টাকা দিই? ছেলেটি ভাবে বাবু বুঝি মশকরা করছে, কিছু দেবে না। তাই সে চলে যেতে উদ্যত হলে বিদ্যাসাগর মশাই তার হাত ধরে বলে সত্যিই তোকে দেবরে। এই বলে পকেট থেকে এক টাকা বের করে সেই কিশোরকে দিলেন। এরপর অনেক বছর কেটে গেল। বিদ্যাসাগর মশাই মাঝে মধ্যে বর্ধমানে যেতেন। তিনি বর্ধমানে তাঁর বন্ধুর দোকানে বিশ্রাম নিতেন গল্প গুজব করতেন। একদিন বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বন্ধুর দোকানে এসেছেন এমন সময় একটি সদ্য যুবক ছেলে এসে বিদ্যাসাগর মশাইকে বললেন পাশেই আমার দোকানে আপনাকে একটু পদধূলি দিতে হবে। বিদ্যাসাগর মশাই কারণ জিজ্ঞাসা করলে

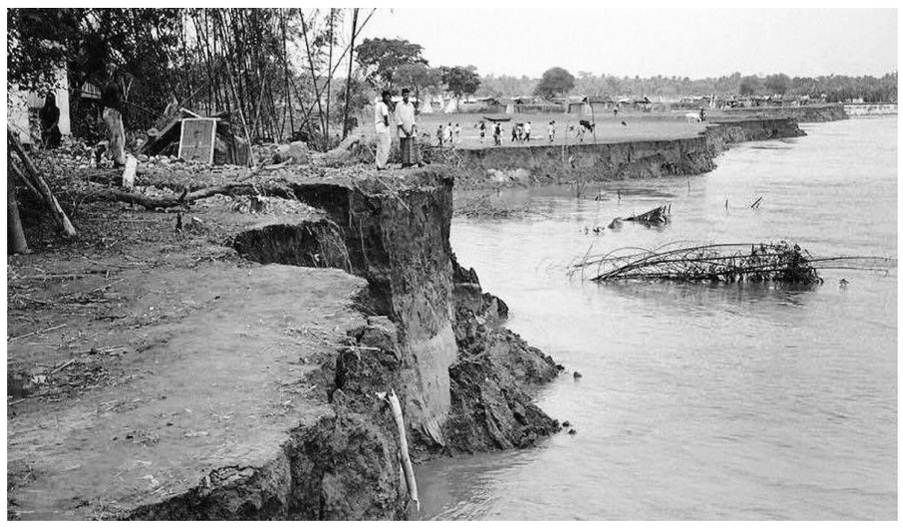

ছেলেটি বলে যে দোকানে গেলেই বুঝতে পারবেন। বিদ্যাসাগর মশাই দোকানে গেলে যুবকটি বসতে দিয়ে পদধূলি মাথায় নিয়ে বলে যে আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। একদিন এক পয়সা ভিক্ষা চাইতে আপনি এক টাকা দিয়েছিলেন। সেই এক টাকা থেকে আট আনার আম কিনে ব্যবসা শুরু করি। একদিনের আট আনা লাভ হয়। পরের দিন ১ টাকার আম কিনি। এইভাবে নানা ব্যবসা করে করে আজ দোকান নিয়ে এই মনিহারি দোকান খুলেছি এ সবই আপনার দান। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত প্রীত হয়ে ছেলেটি আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

এই ঘটনাটি অনেকেরই জানা। কিন্তু এই ঘটনা থেকে অর্থনীতি পরিচালনার একটা সুন্দর শিক্ষা আছে। সেটা হল এই যে বিদ্যাসাগর মশাই যদি ১ পয়সা করে প্রতিদিন দিতেন তাহলে ছেলেটি তা খেয়েই ফুরিয়ে দিত। সে সেই ভিখারিই থাকত। কিন্তু ছেলেটির পরিকল্পনা শুনে বিদ্যাসাগর মশাই তাকে এক টাকা দিয়ে ছিলেন এবং ছেলেটিও তাকে কাজে লাগিয়ে তার ভিখারির জীবন থেকে মুক্তি লাভ করল। সরকারি অর্থনীতির অভিমুখ হওয়া উচিত এই রকম। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল স্থায়ী সমাধান করা। অথবা সরকারি প্রকল্পের উদ্দেশ্যে এমন হবে যাতে আজ যা ব্যয় হচ্ছে ভবিষ্যতে তার দ্বিগুণ তিনগুণ আয় হয় সরকারের। এমনি এক প্রকল্পের সাক্ষী আমরা। প্রয়াত রাজীব গান্ধি সামাজিক বন সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আর সরকারি পরিকল্পনার ব্যয়ে কেমন ভাবে অপচয় হয়। তারও উদাহরণ তিনি দিয়ে ছিলেন। তিনি বলে ছিলেন দিল্লি থেকে ১ টাকা খরচ ধার্য হলে গ্রাস লেবেলে ৭ পয়সা পৌঁছায়।

বাকি ৯৩ পয়সা মাঝপথ থেকে উধাও হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সেই টাকায় পঞ্চায়েতের দাঢ্যমে রাস্তার ধারে ধারে যা গাছ লাগানো হয়েছিল, তার বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল পরিচর্যার অভাবে। তারপরও যা ছিল ১০–১৫ বছর পরে তার মূল্য হয় কোটি কোটি টাকা। পরিবেশে অক্সিজেন যা দিয়েছিল তা অমূল্য। বাকি কাঠ হিসাবে এক একটা পঞ্চায়েত লাখ লাখ টাকা ইনকাম করেছে। একটা ইউক্যালিপটাস গাছকে তিনবার কেটে বিক্রি করা হয়েছে। লাল মাটির অঞ্চলে। সরকারি প্রকল্পের অভিমুখ এটাই। এই যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রাম্য বেকারদের কাজ দেওয়া এবং তার মাধ্যমে সামাজিক সম্পদ তৈরি করা। আধুনিক রাষ্ট্রের একটা ওয়েল ফেয়ার কর্মসূচি অবশ্যই থাকবে আমাদের দেশেও আছে। কেন্দ্রীয় ভাবে আছে তারপর বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব ওয়েল ফেয়ার স্কিম আছে। কেন্দ্রের খাদ্য সুরক্ষার সঙ্গে রাজ্য সরকারের খাদ্য সাথী স্কিম আছে। দরিদ্র বয়স্কদের স্পেশাল স্কিম আছে। মিডডে মিল আছে। এগুলো থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার যেভাবে ২৮ কোটি টাকা পুজো অনুদান ঘোষণা করল তাতেই ভবিষ্যতে সম্পদ উৎপাদন তো করবেই না। উল্টে জনগণের সামাজিক কাজে উদ্যম উৎসাহ নষ্ট হবে। সব কিছুতেই সরকারি নির্ভরতা বাড়বে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সরকার পাশে থাকবে। বৃদ্ধ–বৃদ্ধা অশক্ত জনগণের সাহায্যে সরকারি অর্থ ব্যয় হবে তাও ঠিক। কিন্তু জনগণের আমোদ প্রমোদ সরকারি অর্থ খরচের কোনও অর্থ হয় কি? একটা সরকার পরিকল্পনা ছাড়া টাকা খরচ করে কখন–সখন খরচের সামর্থ আছে, কিন্তু উন্নয়নের কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছে না তখনই এইভাবে সরকারি অর্থের নয় ছয় হয়। এর আগে ক্লাব গুলোকে অনুদান দিয়ে ৬০০ কোটি টাকা খরচ করেছে সরকার। প্রশ্ন হলো কোন ক্লাব যদি কিছু সামাজিক কাজের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে সরকারের কাছে দেয়। সরকার তা বিবেচনা করে কিছু অনুদান মঞ্জুর করল, তার এক মানে হয়। যাদের কোনও পরিকল্পনা নেই, তাদের ডেকে ডেকে লাখ লাখ টাকা দেওয়া হলে, সেই টাকা স্ফূর্তিতে উড়ে যাবে এবং গেছেও তাই। দুর্গা পুজো বন্ধ হয়ে আছে টাকার অভাবে এ খবর কিন্তু শোনা যায়নি। তবুও অনুদান কেন? এই ২৮ কোটিতেই শেষ হবে না। এরপর বিসর্জনের কার্নিভ্যালে খরচ হবে কয়েক কোটি টাকা। প্রশ্ন হল একটা নির্দিষ্ট ধর্মের পুজোয় কেন সরকারি টাকা ব্যয় হবে? মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান এরা কি সব বানের জলে ভেসে এসেছে। এদেরও উৎসবে সরকার অনুদান দিতে বাধ্য হবে। তারপর হিন্দুদের শুধু তো দুর্গা একা দেবী নয়। তারপর কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী পুজো, শীতলা পুজো, কার্তিক পুজো, মনসা পুজো, সন্তোষী মা পুজো আছে। এই সব পুজো উদ্যোক্তরা অনুদান চাইলে এবং সরকার তা দিতে বাধ্য হবে। কারণ এমন তো নয় যে এই সব পুজোর আয়োজকদের কারো 'ভোট' নেই। তাহলে এই অনুদানের শেষ কোথা হবে? দ্বিতীয় কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কত অনুদান দিচ্ছে তাই নিয়ে বিভেদ বিভাজন সৃষ্টি হবে।

অপর দিকে আমরা প্রতিবছরই দেখি যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ সহ আরও দু একটি জেলায় প্রতিবছরই নদী গ্রাসে ভাঙনের কবলে কিছু পরিবার জমি, ঘরবাড়ি, মন্দির, স্কুল দোকানঘর প্রভৃতি খুইয়ে একবারে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে শুধু চলতি বছরে নদিয়ার ক্ষতির খতিয়ান হল ৫০ হাজার টাকার নিচে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬ শতাংশ মানুষ। ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা হল ৩৩ শতাংশ। এক লাখ থেকে ২ লাখ পর্যন্ত ক্ষতি হয়েছে ৫০ শতাংশ মানুষের। আর তার উপরে ক্ষতি হয়েছে ১১ শতাংশ মানুষের। মালদা মুর্শিদাবাদের নদী বাঁধ ধ্বংসের জন্য ৭ লাখ লোক স্থানচ্যুত হয়েছে। ৩৫৬ বর্গ কিলোমিটার চাষযোগ্য জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ৬৩ শতাংশ দিন মজুরের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ১১ শতাংশ কৃষি শ্রমিক কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছে। ১০ শতাংশ হস্ত শিল্পী বেকার হয়েছে। চাকরিজীবীদের মধ্যে ৫ শতাংশ মানুষ আজ ক্ষতিগ্রস্ত। এবং অন্যান্য পেশার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা হল ১০ শতাংশ। জেলা শাসক, বিডিও মারফত তাৎক্ষণিক কিছু ত্রাণ দেওয়া হয়। কিন্তু কি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের এমন ঘোষণা শোনা যায় নি যে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। অথচ দেওয়া উচিত। অভাবের জন্যই পাড় ভাঙে এবং সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকার সম্পদ তলিয়ে যায় নদীতে। সরকারের উচিত পুজো অনুদান না দিয়ে সেই টাকা ওই সব পরিবারের পুনর্বাসনে খরচ করুক। সেটা অনেক বেশি মানবিক এবং সরকারের অর্থের খরচের যথার্থতা বজায় থাকবে।

আর পুজো কমিটি গুলোর কাছে অনুরোধ জগৎ জননী মা'র আরাধনায় আপনারা ব্রতী হয়েছেন। সুখ সমৃদ্ধি ছাড়াও মনুষ্যত্ব, বিবেক, পরমজ্ঞান এসবেরও প্রার্থনা করবেন নিশ্চয়ই। তাই মায়ের পুজোয় এই অপ্রয়োজনীয় অন্যায্য অনুদান যাতে বয়কট করতে পারেন এবং সরকারকে শিক্ষা দিতে পারেন তার শক্তি প্রার্থনা করুন। সরকার বলতে চায় যে তারা দেনায় জর্জরিত। সুদ দিতে সব ফুরিয়ে যায়। ইনকামের কথাটা জনগণকে বলে না। শুধু পেট্রোল ডিজেল থেকে প্রতিদিন রাজ্য সরকারের আয় হয় প্রায় সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা। আর মদের বিক্রি থেকে বছরে আয় হয় কমপক্ষে দশ হাজার কোটি টাকা। যাই হোক এই টাকা আমাদের। আমরা যদি সচেতন হয়ে আমাদের টাকার যাতে সদ ব্যবহার হয় তার জন্য মুখর হই, তাহলে কিন্তু সরকারের উন্নয়নের অভিমুখকে পাল্টাতে পারি। নচেৎ হাত পেতে দান নিতে নিতে নিজেদের চেতনাকেই বলি দেবো কূট রাজনীতির যুপকাষ্ঠে।

## পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের পুণ্য জন্মদিনে বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়ে মূল ফটকের পার্শ্বে স্থায়ী বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী তুরীয় চৈতন্য, সঙ্গে ছিলেন জন শিক্ষণ সংস্থানের পরিগণক নির্মল কুমার পট্টনায়েক, বাওয়ালি জমিদার বংশের প্রতিনিধি ও পরিচালন কমিটির সহ সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল ও আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ কল্যুমনিস্ট নির্মল গোস্বামী মহাশয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাড়ুই স্বাগত ভাষণে ছাত্রের জীবনের দিশা কি হবে তার ব্যাখ্যা করেন। তুরীয় চৈতন্য মহাশয় মানুষের জীবনে সেরা পুরস্কার কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে লেখক বনফুলের জীবনের একটি কাহিনী তুলে ধরেন। শুরু হয় গত দুবছরের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ। এর ফাঁকে চলে ছাত্রছাত্রীদের গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে মঞ্চে হাজির হন প্রাক্তন শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে স্কুলে সভাপতি তরুণ রায়, স্থানীয় বিশিষ্টজন স্বপন রায়, দক্ষিণ বাওয়ালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী গোস্বামী। মঞ্চে সকলের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের দ্বিবার্ষিকী মুখপত্র 'শিউলি'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয় ব্রহ্মচারী তুরীয় চৈতন্যের হাত দিয়ে। মঞ্চে উপস্থিত হন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ ২নম্বর সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র। এলাকার সাংসদ ও বিধায়কের তহবিল থেকে স্কুলের মাঠ সংস্করণের জন্য ১০ লাখ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। সেই কাজের আনুষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করেন বিধায়ক অশোক দেব মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত হন দক্ষিণ বাওয়ালি ও চকমানিক পঞ্চায়েতের প্রধানদ্বয়। শান্তিভূষণ রায় সরকারি প্রতিনিধি। বাওয়ালি রাজবাড়ির বর্তমান প্রতিনিধি দেবযানী মজুমদার ও মৃণালিনী মজুমদার।

## সবলা ও ক্রেতা সুরক্ষা মেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভা এবং ক্রেতা সুরক্ষা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে শুরু হল সবলা ও ক্রেতা সুরক্ষা মেলা।

রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স(প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড) এ মেলার উদ্বোধন করেন করেন রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ এবং ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩০ টি স্টল রয়েছে।এদিন মেলায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মৃণালকান্তি লালা,ক্যানিং মহকুমা শাসক অদিতি চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।প্রতিদিনই মেলা খোলা থাকবে বিকাল ২টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। মেলা চলবে আগামী ৬অক্টোবর পর্যন্ত। সাতদিনের মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাউল গান সহ নানান ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

## তরুণ ভূষণ গুহর স্মরণসভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ৫ অক্টোবর নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা সংবাদপত্রের প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর অষ্টম বার্ষিকী প্রয়াণ দিবস পালিত হল সামালির বিবেক নিকেতনের বিবেকানন্দ মন্দিরে। স্মরণসভা সঞ্চালনা করেন অরুণ ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভানেত্রী সুজাতা গুহ। সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ, পত্রিকার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, সুবোধ চৌধুরী, নির্মল গোস্বামী, বাসবী চ্যাটার্জী, সুধীর নন্দী, তরুণ ভূষণ গুহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর দেখানো পথই যে সমিতি এবং পত্রিকার আগামীর স্বপ্ন সে কথায় সবাই ঐক্যমত প্রকাশ করেন। আশ্রমের ছাত্র–কর্মচারী সহ উপস্থিত সকলেই পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তরুণ ভূষণ গুহকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

# অসহায় মানুষের পাশে দরিদ্র ভ্যানচালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ওরা দুবেলা দুমুঠো পেটের জোগানের জন্য দিন–রাত হাড় ভাষা কষ্ট করে পরিবারের অন্ন জোগাড় করেন। সূর্যোদয় থেকে প্রায় সারারাত বললেই ভুল বলা হবে, প্রায় ২৪ ঘন্টাই কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারের তাগিদে। সামনেই বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপূজা।বর্তমান দুর্মূল্য বাজারে বাড়িতে বউ,ছেলে–মেয়ে,বাবা–মা কে নতুন বস্ত্র কিনে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এবার বেশি করে পরিশ্রম করতে হচ্ছে একটু আয় বাড়ানোর জন্য।

ওদের খবর কেউই কোনও দিনের জন্য রাখে না,বরং সুযোগ পেলে ওদের কে কেউ অপদস্থ করতেও পিছপা হন না। এতে শামিল হন ভদ্র সমাজের বেশ কিছু অভদ্র মানুষজন।বৃষ্টিতে ভিজে প্রখর রৌদ্রের তাপে সামান্য কটা টাকা উপার্জনের জন্য শরীরের ঘাম ঝরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত।

ওরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের মাতলা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাঘেরির হতদরিদ্র ভ্যান চালক প্রশান্ত সাহা,রাজু নস্কর।

রাজু নস্কর দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ভ্যান চালাচ্ছেন। অন্যদিকে বাবা–মায়ের চিকিৎসা আর অন্নের সংস্থান করতে মাধ্যমিক পাশ করা হয়ে ওঠেনি। ভ্যান নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে প্রশান্ত সাহা।

রাজুর লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও অর্থের অভাবে একদমই লেখাপড়া হয়ে ওঠেনি। সেই কষ্টকে নিজের ভাগ্যের পরিহাস ধরেই সংগ্রাম চালিয়ে নিজের দুই ছেলেকে হাইস্কুলের গণ্ডি পার করিয়েছেন। ইচ্ছা আছে আরো লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণ করা।

অভাব অনটনের মধ্যেও সাধারণ মানুষের বিপদে এই দুই ভ্যান চালক যে ত্রাতার ভূমিকা পালন করে উপকার করে থাকেন সেই কর্মকাণ্ড দেখার জন্য ওদের পাশাপাশি বেশ কয়েকটা রাত অপেক্ষা করেছিলাম। অবশেষে সত্যি সত্যি হাতে প্রমাণ পেলাম বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ।

এদিন স্বামী পরিত্যক্তা অসীমা সরদার নিজের ছেলেকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এনেছিলেন চিকিৎসা করানোর জন্য। ওষুধপত্র কেনার পর যখন সব টাকা–পয়সা শেষ কিভাবে বাড়ি ফিরবেন সেই চিন্তায় ছেলেকে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বটগাছের তলায় বসে চিন্তা করছেন।

সেই মুহূর্তে যাত্রীর অপেক্ষায় আশায় রাজু ও প্রশান্ত ক্যানিং যাবেন বলেন চিৎকার করছেন।

অসীমা দেবী কোনও কিছু চিন্তা না করেই ভ্যানচালক রাজু ও প্রশান্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন বাবা তোরা আমাদের একটু বাড়িতে পৌঁছে দিবি? ভাড়া দিতে পারবো না। ছেলের ওষুধ ঠিকমতো কিনতে পারিনি।

অসহায় মায়ের এমন করুণ আর্তি শুনে রাজু,প্রশান্তরা তক্ষণা অসীমা দেবী কে ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই রাতেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেন। প্রায় প্রতিদিনই অসীমা দেবীর মতো অনেক অসহায় ব্যাক্তিকেই তাঁর বাড়িতে ভ্যানে করে বিনা ভাড়ায় পৌঁছিয়ে দেন,সে দিন হোক কিংবা গভীর রাত হোক।

এই হতদরিদ্র দুই ভ্যানচালকের এমন কর্মকাণ্ড দেখে অনেকেই অবাক হয়ে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে ৮–১০ কিমি যেতে যদি কোন অসহায় মানুষের কাছে ভাড়া না থাকে তার জন্য শুধু মুখ ফুটে রাজু নস্কর কিংবা প্রশান্ত সাহাকে এক বার বললেই বিনা পয়সায় বাড়িতে পৌঁছানো যাবে।

সামান্য ভ্যান চালক যে এমন মানবতা দেখিয়ে আসছে দীর্ঘদিন তার খবর কেউ রাখে না। সত্য সেলুকাস বিচিত্রময় দেশ।

# ক্ষতিগ্রস্থদের চেক বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ড: আশিস ব্যানার্জী রামপুরহাট–১ নং ব্লকের কিষাণমাণ্ডিতে সোমবার। 'কৃষি পেনশন প্রকল্পে' কৃষকদের পেনশন ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করেন কৃষিমন্ত্রী ড: আশিস ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) সমীর ঘোষ,বিডিও দীপান্বিতা বর্মন,রামপুরহাট মহকুমা কৃষি অধিকর্তা দিব্যনাথ মজুমদার, রামপুরহাট–১ পঞ্চায়েতসমিতির সহসভাপতি পান্থ দাস,সমাজসেবী আনারুল হোসেন সহ বিশিষ্টজনেরা।

# এগারোজনের যাবজ্জীবন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৩০ জুলাই ২০০১ সালে বলরামপুর গ্রামে জমিবিবাদে দুইভাই রাধাবল্লভ মণ্ডল এবং গোপীমণ্ডল মণ্ডলকে কুপিয়ে খুন করা হয়। জখম হয় আরেক ভাই ব্রজবল্লভ মন্ডল এবং প্রতিবেশী ভাগ্যবতী মণ্ডল। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মন্ডল। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পায় অভিযুক্ত গদাধর মণ্ডল। সোমবার দোষী এগারোজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড সঙ্গে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো দুই বছর সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন রামপুরহাট মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক।

# ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির

**অভীক মিত্র :** 'ইন্দাশ জয়দুর্গা রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' এবং বিপ্রটিকুরি গ্রামপঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে গঙ্গারামপুর গ্রামে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির হয়ে গেলো। বাড়ি বাড়ি ঘুরে লিফলেট বিলি করা হয়। চুন,ব্লিচিং পাউডার,ফিনাইল স্প্রে করা হয়। জমা জল পরিস্কার করতে অনুরোধ করা হয়। রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে পরামর্শ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন লাভপুর ব্লকের বিডিও শুভ্র দাস, আশা কর্মী, অঙ্গনাওয়াড়ি কর্মীবৃন্দ, পঞ্চায়েত সদস্য,বুদ্ধিজীবী মানুষজন। গ্রামে পদযাত্রা করে মানুষের সাথে কথা বলে সচেতন করা হয় মাইকে প্রচার করা হয়।

# ধুঁকছে রাজগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বর্ধমান – সাহেবগঞ্জ লুপলাইনের অন্তগর্ত উত্তরদিকে বীরভূম জেলার শেষ রেলস্টেশন 'রাজগ্রাম'। রামপুরহাট মহকুমার মুরারই–১ নং ব্লকের অন্তর্গত রাজগ্রাম। পাথরখাদান বলয় হিসাবেই মূলত পরিচিত রাজগ্রাম এলাকা। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। রাজগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত আন্ডুয়া,রাজগ্রাম,বনরামপুর সহ পার্শ্ববর্তী ঝাড়খন্ড রাজ্যের প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশটি গ্রামের বাসিন্দাদের ভরসা এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন মাত্র চিকিৎসক কর্মরত। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়েছে,থাকার কোয়ার্টার ভালো নেই,পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই,রোগীদের থাকার ভালো ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসক নিয়োগ সহ রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নতির দাবি জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

# ভারী যানে কাঁপে ব্রিজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পোস্তা,মাঝেরহাট ব্রিজ বিপর্যেয়র পরেও যে প্রশাসনের হুঁশ ফেরে নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বীরভূম জেলার বাশঁলৈই ব্রিজ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভারী যান পেরোলে কাঁপে বাঁশলৈ ব্রিজ। রামপুরহাট মহকুমার মুরারই–১ নং ব্লকের অন্তর্গত বাঁশলৈ ব্রিজ। ১৬৫ মিটার লম্বা ব্রিজটি। ব্রিজ–এর রাস্তার জয়েন্টগুলি রীতিমতো ফাঁক হয়ে গিয়েছে। জয়েন্টে নেই লোহার পাত। কয়েকমাস আগে রং করা হয়েছিলো ব্রিজটি। রাজগ্রাম ,মুরারই,মহুরাপুর,বাঁশলৈ,পাকুড় ,ওমরপুর,অজসরপাড়া,রঘুনাথগঞ্জ,আন্ডুয়া যাওয়ার রাস্তা। টোটো, বেসরকারি বাস,সাইকেল,মোটর সাইকেল,ডাম্পার,ছোটো হাতি,চার চাকা গাড়ি,লরি সহ অসংখ্যা যানবাহন প্রতিদিন এই ব্রিজ–এর উপর দিয়ে যাতায়াত করে। দ্রুত ব্রিজটির মেরামতির দাবি জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

# কৃষিভিত্তিক কর্মশালা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বর্তমানে গ্রামীন মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে যেমন কৃষিভিত্তিক জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো–মানব সভ্যতার এই চারটি স্তরের উপর খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত করার জন্য কর্মশালা শুরু করেছে।

যেহেতু গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ আমরা অতি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষিকাজের মাধ্যমে তাদের আয় সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করব।

বিসিকেবি এবং অন্যান্য কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়ে গ্রামের ছাত্রদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে গ্রামের ছাত্রদের মেধাকে আমরা যোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে এবং জেলার একটি করে ট্রমা কেয়ার, অ্যাম্বুলেন্স ও ভ্রাম্যমান মেডিকেল ইউনিট চালু করার উদ্যোগী হয়েছি বললেন সংস্থার কর্তা।

সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে ল্যাম্পপোস্টের মাধ্যমে সাজানোর চেষ্টা করা এছাড়া বর্জ্য পদার্থের পুনঃব্যবহারের উপযোগী প্রাকৃতিক জ্বালানীর বদলে ইথানলের ব্যাপক ব্যবহার ভূগর্ভস্থ বৃষ্টির জল সঞ্চয় ও অন্যান্য আর্থ সামাজিক পরিকল্পনা নিয়েছে তারা সেই নিয়ে ৩ অক্টোবর সকাল ১১টায় ১৩ হাজার কৃষককে নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করেছিল তারা। সকলের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠান সার্বিক ভাবে সম্পন্ন হয়।

# দুর্ঘটনায় প্রাণে রক্ষা জেলা বিজেপি সভাপতির

**দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ** পথ দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতা কৃষ্ণ ঘোষ। ১ অক্টোবর সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কাটোয়া থানা এলাকার নতুনগ্রামের কাছে এসটিকেকে রাজ্য সড়কে। এদিন গাড়ি চড়ে দুর্গাপুর যাওয়ার পথে একজন বাইক আরোহীকে রক্ষা করতে গেলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল কৃষ্ণবাবুর গাড়িটির। ঘটনায় কৃষ্ণ ঘোষের বাঁ হাত ভেঙে যায় তাঁর গাড়িটিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পরপরই ওই নেতাকে চিকিৎসার জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে আরও উন্নততর চিকিৎসার জন্য বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিজেপির সাংগঠনিক কাটোয়া জেলার সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ এদিন তাঁর জেলা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিশির ঘোষ, সম্পাদক রাণাপ্রতাপ গোস্বামী প্রমুখ কার্যকর্তাদের নিয়ে গাড়ি চড়ে দুর্গাপুরের বাঁশকোপায় একটি লজে আয়োজিত দলীয় সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন।

সেখানে বিজেপির আহুত রথযাত্রা কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জেলা নেতৃত্বের বৈঠক ছিল। বিজেপি নেতা শিশির ঘোষ বলেন, নতুগ্রামের কাছে একটি টার্নের মাথায় উল্টো দিক থেকে আসা একজন বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে একইদিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সংগে আমাদের গাড়িটির ধাক্কা লাগে। কৃষ্ণবাবু গাড়ির সামনেই বসে থাকায় তাঁর সজোরে আঘাত লাগে এবং হাত ভেঙে যায়। এই ঘটনায় জেলাজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের নেতা কর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

# সচেতনতা র‍্যালি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১ অক্টোবর 'জাতীয় রক্তদান দিবস' উপলক্ষ্যে 'পাটগাছি সূর্যোদয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং পাইকর ডিউড্রপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যাবস্থাপনায় পাইকরে একটি সচেতনতা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হলো সোমবার সকালে। অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান সর্ম্পকে উৎসাহিত হয়ে উঠে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অন্যদিকে, ইলামবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইলামবাজার বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে পঞ্চম ত্রি–বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিজ্ঞান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা ছিল। উপস্থিত ছিলেন ইলামবাজার বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক শিক্ষক মো: সিফাত জামিল,সভাপতি আনোয়ার হোসেন, কার্যকরী সভাপতি নুরুল গামা, বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ প্রামাণিক, সদস্য শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, ড: দেবাশিস পাল,কামনাশীষ গোস্বামী, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়,কবি জয়দেব কলেজের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশী, সমাজসেবী দুলাল রায়, প্রসেনজিৎ সাহা, আব্দুল সালাম সহ বিশিষ্টজনেরা।

# তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** তৃণমূল নেতা প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ জটিলেশ্বর মন্ডল এবং ময়ূরেশ্বর–২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি আশিস চন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে বিজয় মিছিলে আবির খেলাকে কেন্দ্র করে চলে ব্যাপক বোমাবাজি বেজা গ্রামে। তুরুপগড়িহাট গ্রামে সিউড়ি এক নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি এবং দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি অনুগামীদের মধ্যে সংঘর্ষে চলে ব্যাপক বোমাবাজি। জখম হয়েছে দুইজন। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশি পিকেট। কুরুমসা গ্রামে তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জখম হয়ে দুইজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

# নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২৪ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর সমস্ত বিদ্যালয়ে পালিত হলো 'নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ'। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর মুরারই অক্ষয়কুমার বিদ্যাভবনে 'নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহে'র শুভারম্ভ করেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শামসুল হক মণ্ডল। শিশু সংসদ পুনর্গঠন,স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ' অভিযানের সমাপ্তি হয়।

# রাজগ্রামে টিকাকরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজগ্রাম হাসপাতালপাড়ার সেন্ট জোসেফ বিদ্যালয়ে সমস্ত অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক অভিষেক বিশ্বাস হামরোগের টিকাকরণ নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করেন। বাচ্চাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা,পুষ্টি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় প্রায় দুশজন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

# শ্লীলতাহানিতে রণক্ষেত্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠলো বানীওড় একে উচ্চবিদ্যালয় চত্বর। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র,কম্পিউটার ভাঙচুর করা হয়। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক রায় ঘটনাস্থলে যান। গ্রেপ্তার করা হয় প্রধান শিক্ষক আশিসকুমার মন্ডলকে।

# বিজ্ঞানমঞ্চের সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ইলামবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইলামবাজার বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে পঞ্চম ত্রি–বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বিজ্ঞান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা ছিলো। উপস্থিত ছিলেন ইলামবাজার বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক শিক্ষক মো: সিফাত জামিল,সভাপতি আনোয়ার হোসেন, কার্যকরী সভাপতি নুরুল গামা,বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ প্রামানিক,সদস্য শিক্ষক শুভাশিস গড়াই,ড: দেবাশিস পাল,কামনাশীষ গোস্বামী,সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়,কবি জয়দেব কলেজের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশী,সমাজসেবী দুলাল রায়,প্রসেনজিৎ সাহা,আব্দুল সালাম সহ বিশিষ্টজনেরা।

# বিজেপির পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ইসলামপুরে ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। রামপুরহাটে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। কাঁথিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বিধায়ক দিলীপ ঘোষকে নিগ্রহের প্রতিবাদে সিউড়ি চৈতালী মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি।

রাস্তায় শুয়ে পথ অবরোধে সামিল হয় এক বিজেপি কর্মী। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলামোর্চা রাজ্য সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়,বীরভূম জেলা সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল,বিজেপি যুবমোর্চার জেলা সভাপতি শ্যামমোহন ঝাঁ,জেলা আইটি ইনচার্জ কৃষানু সিং,সিউড়ি শহর সভাপতি উত্তম ব্যানার্জী,প্রদীপ্ত নন্দী,অমিতাভ সাহানি সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। মল্লারপুর ,রামপুরহাটেও পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

# মহাত্মা গান্ধি স্মরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর :** দেড়শো তম জন্মদিবসে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধিকে স্মরণ করল ব্যারাকপুর গান্ধি সংগ্রহালয়। গান্ধিজি স্মরণে নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে মিউজিয়াম সংলগ্ন চত্বরে এদিকে অনুষ্ঠানে গান্ধিজি সর্ম্পকিত সকলেই নানাদিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি, অধ্যাপক সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, তৃণমূল সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী, ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল শংকর রায় চৌধুরী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সবুজকলি সেন। এছাড়া ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি কমিটির সভাপতি গান্ধি জন্ম সার্ধশত বর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি নারায়ণ বসু। গান্ধিজি ছিলেন স্বচ্ছতার সব চেয়ে বড় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার। তাই গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সেরা উপায় হল দেশকে স্বচ্ছ করা। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন কমিটির সম্পাদক প্রতীক ঘোষ।

# বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদ কি আগামীর অশনি সংকেত?

**প্রথম পাতার পর**

এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক তথা সাংবাদিক তাপসকুমার সরকার বলেন, 'এই প্রথম উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য গঠিত হল। অতীতের ইতিহাসে এমন ঘটনার নজির নেই। এর ফলে আগামী পাঁচ বছর এই জেলায় কি কি উন্নয়ন হবে, না হবে, কিংবা স্বজন পোষণ হচ্ছে কিনা সেটা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার কেউ রইল না।

এটা গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সবচেয়ে খারাপ দিক। আবার অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ না থাকায় নিজেদের মধ্যেই গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। এবং ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বিশেষ করে 'তৎকাল তৃণমূলীরা' যারা জার্সি বদল করে তৃণমূল হয়েছে, তারা নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে ও পুরনো কর্মীদের অস্তিত্বহীন করতে ময়দানে লড়াই চালাচ্ছে। এটা শাসকদলের পক্ষে নিঃসন্দেহে শুভকর নয়।

পাশাপাশি দলের পরিমণ্ডল বর্তমানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, একারণে দলের পরিচালকরা এখন কান দিয়ে দেখা শুরু করেছেন।'


# নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী

বর্তমানের শৈশবই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। তাই নবজাতকদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে সমাজ সংস্কারের পথ। তাই প্রত্যেক অভিভাবকদের মধ্যেই চাই সচেতনতা। কারণ প্রকৃত স্কুলের আঙিনায় গড়ে ওঠে শিশুর মনের বিকাশ। লক্ষ্য একটাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে কে না চায়। যাদের আছে উন্মুক্ত পরিবেশ, আছে খেলার মাঠ, আছে অডিটোরিয়াম, আছে ই–ক্লাস রুম, ই–লাইব্রেরি এবং মডার্ন ল্যাব।

অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটর, সঙ্গে বিএড এবং টিচার ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, আছে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা। আছে সব ক্লাসরুমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির গোবর ঝুড়ি মেন রোডের পাশেই রয়েছে একমাত্র এমন একটি স্কুল যেখানে রয়েছে শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ। বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে যে সব বাচ্চারা পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পাশাপাশি অভিভাবক, অভিভাবিকাদের নিয়েও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়। অধিকাংশ স্কুলের গাড়ি বাচ্চাদের মেন রোডের ধারেই নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের গাড়ি ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে যায়। এর ফলে বাচ্চাদের বাবা মায়েরা ভীষণ খুশি ও চিন্তামুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি আছে স্কুলের নিজস্ব ক্যান্টিন ও তার সঙ্গে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে।

এবছর থেকে আর্টস, কমার্স, সায়েন্স বিভাগ শুরু হয়ে গিয়েছে একমাত্র এই স্কুলটিকেই সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই স্কুলের পরিচালন কমিটি শুধু এইসব ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত স্কুল থেকে বি বি আই টি কলেজে B. Tech, Diploma ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই সব বাচ্চারা যখন ভবিষ্যতে বড় হয়ে এই সব কোর্স পড়বে তখন তারা একটি বিশেষ ছাড় পাবে। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ শহরতলির একমাত্র এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুল হল নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী। Advt.

BBIT Public School

(Nursery to Class XII, Affilated English Medium CBSE)
(Started in April, 2014)
Addmission for **2019–20** session from Nursery to Class XI
Commences from September, **2018**
Enquiry : E–mail : school@bbit.edu.in

Mob : **8420116666/842013333/9831168582**
Budge Budge, Kolkata–**700 137**



## বজবজ পৌরসভা

স্থাপিত – ১৯০০
৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৭০০ ১৩৭
দূরভাষ – ২৪৭০–১২২৪, ২৪৭০–১৮৮৫, দূরবার্তা – ২৪৭০–১৫৪০
E–mail ID : chairmanbbm@gmail.com

**বজবজ পৌর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে পৌরবাসীদের কাছে আবেদন ঃ–**

১) বজবজ পৌরসভার উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে নিয়মিত পুর কর জমা দিন।

২) ২১ দিনের মধ্যে জন্ম/মৃত্যুর নথিভুক্ত করান।

৩) ডেঙ্গু ও মহামারী রোগের প্রতিরোধে চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলুন। প্রতিদিন শোবার সময় মশারী ব্যবহার করুন। আপনার বাড়ির আশেপাশে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, জল জমতে দেবেন না, কারণ পরিস্কার জলেই ডেঙ্গুর লার্ভা জন্মায়।

৪) সময় মতো আপনার শিশুকে পোলিও, ট্রিপল এন্টিজেন ইত্যাদি প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

৫) ড্রেনকে ডাস্টবিন হিসাবে ব্যবহার করবেন না।

৬) বজবজ পৌরসভার ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী গাড়ি পরিষেবার ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করুন।

৭) বাড়ি নির্মাণের পূর্বে পৌরসভা থেকে বাড়ির সাইটপ্ল্যান ও বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করান।

৮) জটিল অসুখ ছাড়া অন্য নানারকম অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী পৌর হাসপাতাল ও মাতৃসদনে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করুন।

৯) জাতীয় নগর জীবিকা মিশন (National Urban Liveihood Mission/ NULM) এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত বজবজ পৌরসভায় নিম্নলিখিত কাজগুলি রূপায়ন করা হয়েছে ঃ–

i) ৯৩টি নতুন স্বনির্ভর দল গঠন করা হয়েছে।

ii) স্বনির্ভর দলের ৯৩০ জন সদস্য ও তাদের পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

iii) ৪০টি স্বনির্ভর দলকে এককালীন আবর্তনীয় বা (RF) প্রচান করা হয়েছে।

iv) ১৩৭টি স্বনির্ভর দলের মোট ৫৪৮ জন সদস্যকে স্বনির্ভর দল পরিচালনা সম্বন্ধে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে।

v) NULM প্রকল্পের আওতায় ৩টি স্বনির্ভর দলকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে Cash Credit লোন দেওয়া হয়েছে ও ৫ জনকে ব্যক্তিগত ঋণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ব্যবসা করে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

আসন্ন দুর্গাপূজা/কালীপূজা/দেওয়ালী/জগদ্ধাত্রী পূজা/ছটপূজা উপলক্ষে পৌরসভার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শ্রী গৌতম দাশগুপ্ত
উপ–পৌরপ্রধান
বজবজ পৌরসভা

শ্রীমতী ফুলু দে
পৌরপ্রধান
বজবজ পৌরসভা

# মহানগরে

## গঙ্গার ঘাটে বিসর্জন বার্তা

গত শনিবার সকালে জাজেস ঘাটের পঙ্কিল ছবি।

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বরাবরের মতো এবারও দুর্গা, লক্ষ্মী ও কালী প্রতিমা হুগলি নদীতে বিসর্জনের সময় কলকাতার পুর এলাকার ২৪টি ঘাটে যাতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে কলকাতা পুরসংস্থার হুগলি নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। শুধু আলো নয়, ঘাট লাগোয়া সমস্ত রাস্তাগুলি মেরামতির জন্যও পুরসংস্থাকে বলা হয়েছে। তবে এবার অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে ওই প্রতিমাগুলি বিসর্জনের সময়ে ছোটো বড়ো মিলিয়ে কলকাতার মোট ন'ঘাটে— উত্তর কলকাতার নিমতলা ঘাট, শোভাবাজার ঘাট, কুমারটুলি ঘাট, বাগবাজার ঘাট, মায়ের ঘাট, নাথেরবাগান ঘাট, মধ্য কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাট, বাবুঘাট এবং সর্বমঙ্গলা ঘাটে বিসর্জনের সময়কালে ফুল-পাতা কোথায় ফেলতে হবে, কী করণীয় আর কী করণীয় নয় ইত্যাদি অনবরত বলার উন্নত ব্যবস্থা রাখার জন্য পুরসংস্থাকে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। প্রতি বছর প্রতিমা বিসর্জনের সময় ঘাটগুলিতে ভিড়ে লাগাম পরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তো। সেই সূত্রেই এবার কলকাতার ন'টি ঘাটে মাইকে ঘোষণা ও আলোর সুব্যবস্থা থাকবে। তবে প্রতিবারেই লক্ষ্য করা যায়, কলকাতার বড়ো ঘাটগুলিতে বিসর্জনের নির্দেশাবলী বারংবার বলা সত্ত্বেও তা মানা হয় না।

## নিমতলা নিয়ে হুলুস্থুল পুরসভায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুরসংস্থার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বামপন্থী পুরপ্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায় পুর অধ্যক্ষা মালা রায়ের টেবিলে চাপড় মেরে অধিবেশনের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করার আগে গত ১ অক্টোবর এক ঠিকাদার ও তার দলবলের হুজ্জুতিতে উত্তর কলকাতার নিমতলা মহাশ্মশান কেন তিন ঘন্টা বন্ধ থাকল তা নিয়ে অধিবেশনের শুরুতেই মহাগাগরিকের বিবৃতি দাবি করেন। পুলিশ, পুর প্রশাসন কিছু করতে পারল না কেন? পুর মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওই দিনের ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপরেও ঠিকাদারি নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। স্থানীয়দের আশঙ্কা কয়েকদিনের মধ্যে ফের ঝামেলা বাধতে পারে।

**পরাক্রম পর্ব :** কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে ভারতীয় সেনার এক প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সেনাদের সার্জিকাল স্ট্রাইকের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে। এই দিন সার্জিকাল স্ট্রাইকের উপর এক তথ্যচিত্র দেখানো হয় তাদের। এছাড়াও সেনাদের সীমান্তে ব্যবহার করা বিভিন্ন অস্ত্রও প্রদর্শিত হয়।

## হাসপাতালে পরিদর্শন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত :** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার বারাসত জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পরিচর্যা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে খোঁজখবর নেন তারা। দীপঙ্কর হালদারের সভাপতিত্বে এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন দীপালি বিশ্বাস, জয়দেব হালদার, রফিকার রহমান, তন্ময় ভট্টাচার্য ও তনুশ্রী মূর্মু। জেলা হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া ইউনিট তারা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, এই অসুখের জন্য বহিঃবিভাগ থেকে দিবা বিভাগ ও ফুল অটো অ্যানালাইজারের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন তারা।

এই প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, 'জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো দেখে খুশি প্রতিনিধিরা। আগামী দিনে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই জেলা হাসপাতালের লক্ষ্য।'

# জেলার খবর

## তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল, জখম পঞ্চায়েত সদস্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলে সংঘর্ষের জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাগীর মধুখালী এলাকার সাকিলা মো।ে। ঘটনায় নিহতের নাম মিজানুর রহমান সরদার(১৮)। গুলিবিদ্ধ হয়ে অসুস্থ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মুছা সেখ ও। এই ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও ছো।ে বলে অভিযোগ। ঘটনায় পুলিশের একটি গা।ি ভাঙচুর হয়েছে। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোল অশান্তি লেগেই রয়েছে। মাঝে কিছুদিন পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও এলাকার পঞ্চায়েত গঠন ও পঞ্চায়েত সমিতি গঠন নিয়ে ক্যানিং ১ ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পরেশ রাম দাসের সাথে ব্লক ১ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শৈবাল লাহিীর কোন্দল বরাবরই লেগেই রয়েছে। গত কয়েকদিনের সেই গণ্ডগোল চরমে উঠেছে।

রবিবার বিকেলে যখন শৈবালবাবু স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এলাকায় সবলা মেলার উদ্বোধন চলছে ঠিক সেই সময় ঢিল ছো।। দূরত্বে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখকে সম্বর্ধনাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান করেন পরেশ রাম দাস। অভিযোগ এই পরেশ রাম দাসের সভাতে আসার জন্যই ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপি, আরএসএস কর্মীদের সাথে নিয়ে মিছিল করে আসছিলেন। সেই মিছিল থেকেই এলাকার তৃণমূল কর্মীদের ও তাদের বা।ি ঘর লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি ছো।া হয়। ঘটনায় মিজানুর রহমান সরদার নামে এক তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুলিবিদ্ধ মিজানুরকে বাঁচাতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মুছা সেখ গেলে তার ও হাতে গুলি লাগে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছ।ায়। দোষীদের গ্রেফতারের দাবীতে মৃতদেহ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরে ও বিক্ষোভ দেখান তারা। এমনকি পুলিশের গা।ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ও ছো।নে। এরপর ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা খতিব সরদার এই ঘটনায় যুব তৃণমূল সভাপতি পরেশ রাম দাসের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পরেশবাবু। এই ঘটনার সাথে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের যোগ নেই বলেই দাবী করেছেন তিনি। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্ব দাবী করেছেন তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ফলেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক। এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা।

## অমল আলোয় আলোকিত বাঘে খাওয়া পরিবারগুলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী ঃ** প্রত্যন্ত সুন্দরবনে প্রায় তিনশো বাঘে খাওয়া পরিবারের দায়িত্ব নিল বাসন্তীর এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুন্দরবন টাইগার অ্যাফেকটেড ফ্যামিলির(স্টাফ)কর্ণধার অমল নায়েক।

উল্লেখ্য, সুন্দরবনে বাঘে খাওয়া অসহায় পরিবারগুলির জন্য সামান্যতম সাহায্যের হাত বাড়াননি কেউই কিংবা তাঁদের খোঁজও রাখেন না তারা। ব্যাঘ্র বিধবা মা কিংবা তাঁদের সন্তানদের জন্য সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে আসেন নি। অথবা কোনও অনুদান বা সাহায্য পায়নি। সেইসব বিধবা মা ও তাঁদের অসহায় সন্তানদের কথা চিন্তা করে তাঁদের পরিবারের পাশে ধারাবাহিক ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন সুন্দরবন টাইগার অ্যাফেকটেড ফ্যামিলির কর্ণধার শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল নায়েক।

অনেক ঝড় ঝাপটা উপেক্ষা করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জের অমল নায়েক কে এলাকার মানুষ এক বাক্যে অমল স্যার নামেই চেনেন এবং জানেন। সুন্দরবনের বাসন্তী হাইস্কুলের ইংরেজি শিক্ষক অমল বাবু । তিনি অনুভব করেছেন পেটের ক্ষিদের করুণ জ্বালা মেটাতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে,নদী খাঁড়িতে মধু,মাছ,কাঁকড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে যেভাবে বাঘের আক্রমণে মারা গিয়েছেন কিংবা বাঘের খাদ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারি তরফ থেকে কোনওরূপ ক্ষতিপূরণ পাননি এই সব বাঘে আক্রান্ত পরিবার গুলি। পেটের তাগিদে সংসারের হাল ধরতে বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় বাধ্য হয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের পেটে গিয়েছেন গৌর,মঙ্গলরা। একের পর এক বাঘের পেটে যেতে যেতে এক সময় বিধবা গ্রামে তৈরি হয়ে গিয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবায়। স্বামীকে হারিয়ে ছেলে-মেয়েদের কে নিয়ে একাধিক সমস্যায় জর্জরিত বিধবা মায়েরা। সংসারের চাপে অনেকের আর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে

গেছে। সেই সব অসহায় হতদরিদ্র প্রায় তিনশ পরিবারের হাতে তুলে দিলেন পড়াশোনার যাবতীয় খরচ,বইপত্তর,জামাকাপড়,মশারি সহ প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য। পশুপালন করে সংসার চালানোর জন্য দিয়েছেন ছাগল,হাঁস,মুরগি।

এতে করে কি ওই অসহায় পরিবার গুলির সমস্যা সমাধান হবে? তাই একটু ভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা করে সেই সব বাঘে খাওয়া বিধবা মা এবং পরিবারের ছেলে মেয়েদের কে হাতের কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাঁদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি মাসিক রেশন ব্যবস্থা চালু করেন অমল বাবু।

প্রাথমিক ভাবে ঝড়খালিতে শুরু করলেও বর্তমানে গোসাবা,কুলতলি,বাসন্তী এলাকার প্রায় তিনশো পরিবার কে এই রেশন ব্যবস্থার আওতায় এনে চাল,ডাল,তেল সহ অন্যান্য নিত্য সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

গত শনিবার সকালে ঠিক সেই ভাবে বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গাপূজার আগেই ওই অসহায় পরিবার গুলির হাতে টাকা,নতুন বস্ত্র সহ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন এক মিলন উৎসবের মাধ্যমে। এদিন এই মিলন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পূর্ণেন্দু রায়,অভিনেতা জ্যাক,কবি অরুণ চক্রবর্তী,বিশিষ্ট আইনজীবী অমিতাভ সেন,অনিমা কুণ্ডু,সাংবাদিক প্রণব গুহ,অরিন্দম আচার্য,সব্যসাচী মিশ্র সহ বিশিষ্টরা।

অমল বাবু বলেন, পরিবারের উপার্জনকারী কর্তার অকাল মৃত্যু হলে সেই পরিবারের যে কী হাল হয় তা স্বচক্ষে উপলব্ধি করেছি। তাই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে যে সমস্ত পরিবার গুলি অনাথ হয়ে গেছে তাঁদের পাশে সামান্যতম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহযোগিতার চেষ্টা করেছি। আগামীদিনে আরো বেশি সংখ্যক অসহায় বাঘে খাওয়া পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারি তার চেষ্টা করবো।

অসহায় বাঘে খাওয়া বিধবা মা এবং তাঁদের সন্তানরা বলেন, শিক্ষক অমল বাবু সব সময় যে ভাবে আমাদের পরিবার গুলোকে সাহায্য সহযোগিতা করেন তা অতুলনীয় ,তিনিই আমাদের অন্তরাত্মা। তিনি এবং তাঁর সুন্দরবন টাইগার অ্যাফেকটেড ফ্যামিলি'(STAF) পাশে না দাঁড়ালে আমরা হয়তো প্রাণে বাঁচতাম না। তিনি আমাদের হৃদয় জুড়ে চিরস্মরণীয়। তাই আমরা অমল আলোয় আলোকিত।

## গান্ধীজির জন্মদিনে কৃষি বিকাশ কেন্দ্রে সেমিনার

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** গান্ধিজীর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও ২০টি প্রকল্প নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হল বৈষ্ণবঘাটা পাটুলির রাজ্য অফিসে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। উপস্থিত ছিলেন সশস্ত্র সীমা বল আইটিএস-এর আঞ্চলিক উদ্যোক্তা জগদীশ চন্দ্র সিং, সশস্ত্র সীমা বল-এর সার্কেল আধিকারিক পিকে প্যাটেল, দূরদর্শনের অনুষ্ঠান আধিকারিক অরুণাভ রায়, ভারত সেবাশ্রমের স্বামী মহাদেবানন্দ মহারাজ ও কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বোস এবং উপদেষ্টা অধ্যাপক রতিকান্ত ধর। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন প্রসেনজিতবাবু বলেন, ৭০ বছরের ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে কোনও শৌচাগার

ছিল না। মাঠে ঘাটে শৌচালয়ের জন্য মানুষ যত্র তত্র বসে শৌচক্রিয়া করতা। আজ ৬৫০০ কোটি শোচালয় তৈরি হয়েছে। আমি বলি প্রধানমন্ত্রী মোদির কুৎসা না করে নিজের বাড়িটি পরিষ্কার রাখ, তাহলেই দেখবে স্বচ্ছ ভারত। প্রসেনজিৎবাবু আরও বলেন, অমিতাভ বচ্চন, শচীন তেন্ডুলকর, ঝাঁটা হাতে নিয়ে স্বচ্ছ ভারতের কাজ করছে। এইসব বিজ্ঞাপনের দরকার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মন ও দেশের রাজনীতি দুর্নীতি মুক্ত বা পারিপার্শ্বিক বিষাক্ত বায়ু পরিস্কার না হচ্ছে ততক্ষণ স্বচ্ছ ভারত আসবে না।

সামনে বসে থাকা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন মহাপুরুষদের আদর্শ তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ১৯৯৬ সালে তৈরি হওয়া প্রথম কৃষি বিকাশ কেন্দ্র অফিস হালতু, কসবায়, পুনঃসংস্কার করে সেখানে নেতাজী, বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রণবানন্দের ছবি টাঙানো হয়েছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে এরাজ্যের ৬৫০০ কর্মী কাজ করছে, আগামী দিনে ৬ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। কৃষি বিকাশের কাজ ন্যাশনাল সোলার মিশন। মেদিনীপুরের স্কুলে ২০০ লিটার পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষে বলেন আগামী দিনে প্রচুর ছাত্র যোগ দেবে আমাদের স্বচ্ছ মিশনে।

## শারোদৎসবে ছুটি নেই মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের

চারিদিকে এখন পুজো পুজো গন্ধ। সকলেই আনন্দে উদ্ভাসিত রোমাঞ্চিত। পুজোর ছুটেতে সকলে মিলে চুটিয়ে আনন্দ করুন। রাত জেগে ঠাকুর দেখুন। কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ থাকুন। আপনাদের ছুটি আছে- মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের ছুটি নেই। ২৪ ঘন্টা আপনাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছে মানবিক প্রতিষ্ঠান মেডিকেয়ার নার্সিংহোম। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তায় অবস্থিত মেডিকেয়ার নার্সিংহোম সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায়। ২৪ ঘন্টা নার্স, অভিজ্ঞ ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেন পরিষেবা পাওয়া যায় এখানে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডাররা বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে আজই আসুন মেডিকেয়ার নার্সিংহোমে। স্বল্প মূল্যে সঠিক পরিষেবা পেতে চোখ বুজিয়ে মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাঃ মশিহুর রামানের মানবিক আচরণ ও ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করবেই। কারণ তিনি মনে করেন শুধু ব্যবসা নয়- মানুষকে সেবা করাই মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের মূল মন্ত্র ও আদর্শ। সংবাদদাতা

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম
প্রোঃ- ডাঃ এম রহমান
ডোঙাড়িয়া, নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
যোগাযোগ
033 2470 0785
980717786
9433717786

# সীমান্তের শোলায় সাজবে ভিনরাজ্যের প্রতিমা

## ব্যস্ত বনকাপাশি

**দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ** মাজদিয়া–গেদের শোলা আর বনকাপাশির শিল্পীদের হাতের জাদুতে সেজে উঠতে চলেছে ভিনরাজ্যের অসংখ্য দুর্গা প্রতিমা। প্রতিমাকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে সাজসজ্জার অবদান অনস্বীকার্য। এই সাজের প্রকারভেদ থাকলেও এখনও ঐতিহ্যবাহী চিত্তাকর্ষক শোলার সাজসজ্জার আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। সাবেকি একচালার প্রতিমার জন্য ডাকের সাজের কথাই ধরা যাক। যেখানে শোলা ছাড়া শিল্পীরা ভাবতেই পারেন না। শিল্পীরা নিপুণ হাতে অত্যন্ত ধারালো ছুড়ির সাহায্যে শোলাকাঠি থেকে নানান ধরনের উপকরণ তৈরি করে। পরে সেগুলি থেকেই নানান কৌশলে সাজসজ্জা বানানো হয়। এসব কাজে দেশ বিদেশে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার বনকাপাশি এলাকার। এখানকার শোলা শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় প্রতিমার সাজসজ্জা তৈরির কাজ করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, শোলা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা ও মডেল তৈরিতেও সিদ্ধহস্ত বনকাপাশির বিখ্যাত শিল্পীরা। এসব কাজের জন্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন আশিস মালাকারের মতো একাধিক ব্যক্তি। তবে, আর যাই হোক এই শোলা কোনও কারখানায় তৈরি হয় না। শোলা জন্মায় জলে। তাও আবার সব জায়গায় জন্মাতে পারে না। এজন্য ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে নদিয়া জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মাজদিয়া, গেদে প্রভৃতি এলাকা। এসব জায়গায় জলাভূমিতে অনাদরে বেড়ে ওঠে শোলাগাছ। রোয়া সংবলিত সবুজ রংয়ের মাঝারি ধরনের সরু সরু কাণ্ড। ভিতরের অংশ ধবধবে সাদা। মাজা সমান জলে নেমে অতি সাবধানে এই কাণ্ডগুলিই ধারালো কাস্তের সাহায্যে কেটে নেওয়ার পর জল ঝরিয়ে ও রোদে শুকিয়ে সাজের উপকরণের উপযোগী করে তোলা হয়।

বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক মানুষজন এই কাজে যুক্ত। সারাবছরে অল্প কয়েক মাস কাজ করে একটু স্বচ্ছলতার মুখ দেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তাঁদের। সড়কপথে মাজদিয়া, গেদে থেকে বনকাপাশির দূরত্ব শতাধিক কিলোমিটার। জল থেকে শোলাকাণ্ড কাটার পর সেগুলি বোঝা বঁধে বাসের ছাদে চাপিয়ে বনকাপাশিতে নিয়ে যান সরবরাহকারীরা। শোলার গুণগত মান অনুযায়ী দাম নির্ধারিত হয়। এই শোলার তৈরি সাজসজ্জায় এবারও সেজে উঠবে কলকাতা সহ দিল্লি, মুম্বই, অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা সহ দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত কিছু পুজো মণ্ডপের দুর্গা প্রতিমা। মহালয়ার দিন থেকে ভিনরাজ্যে প্রতিমা সাজানোর জন্য শিল্পীরা উদ্যোগ নেন। আর সেজন্য এখন বনকাপাশির শোলা শিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।

# পুজোর চালচিত্র

## ঘোষাল বাড়ি ৫৬৪–র ঐতিহ্য

**রিম্পি ঘোষ:** হুগলি জেলার বিভিন্ন বনেদি পরিবারের দুর্গাপুজাগুলির অন্যতম হল কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজা। ঘোষাল বাড়ির এই ঐতিহ্যশালী দুর্গাপুজা এই বছর ৫৬৪ বছরে পদার্পণ করল। ১৪৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এই পুজা শুরু হয়। বহু বছর ধরে রথের দিন ঘোষাল বাড়ির প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ঘোষাল বাড়ির প্রতিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটি কাঠামোতেই তিনটি প্রকোষ্ঠে দুর্গার দুপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী থাকে। কার্তিক ও গণেশ বাইরে থাকে।

এছাড়াও ছোট দুটি প্রকোষ্ঠে মহাদেব ও শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি থাকে। প্রতিপদের দিন থেকেই বাড়িতে বোধন ও চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে দশমী পর্যন্ত চলে। পূজা উপলক্ষ্যে ঘোষালবাড়ির লাগোয়া মন্দির থেকে শ্যামসুন্দর – রাধিকার অষ্টধাতুর মূর্তি পুজা দালানে নিয়ে আসা হয় এবং একাদশী পর্যন্ত ওখানেই তাঁদের পূজা চলে। এই বাড়ির দুর্গাপূজার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল দশমীর দিন সকাল ১১টার মধ্যেই প্রতিমাকে দালান থেকে বাইরে এনে বরণ শেষ করে বিসর্জন হয়।

# মান্না বাড়ির ১৮৯ বছরের পুজো



**সঞ্জয় চক্রবর্তী :** হাওড়া পাঁচলা থানার অন্তর্গত বাগানগোড়া মান্না বাড়ির, সাবেকি ও ঐতিহ্যবাহী (১৮৯) একশো উননব্বই বছরের দুর্গাপুজো ঘিরে এখন সাজ–সাজ রব। পারিবারিক দুর্গা দালানটি সেজে উঠেছে নতুন রঙে। দুর্গা মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে লাগানো আছে পরিবারের স্মৃতি ফলক স্বর্গীয় বংশীধর মান্না, স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র মান্না, স্বর্গীয় মাধব চন্দ্র মান্না ও স্বর্গীয় কাশিনাথ মান্না এই চার সদস্যের হাত ধরে ১২৩৬ সালে দুর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও দুর্গা পুজো প্রচলন হয় মান্না পরিবারে। এরপর এই পুজো কেটে গেছে অনেক বছর। মহা সমারোহে পালিত হয় পুজো। মাঝে অবশ্য মন্দিরটি ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ে। তারপর পরিবারের সদস্য স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী মান্নার সুযোগ্য পুত্র শৈলেন্দ্র মান্না পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে ও পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখতে নিজ ব্যয়ে এই দুর্গা মন্দিরটি পুনঃ নির্মাণ করে ১৩৯০ সালে। বর্তমানে এই মন্দিরের মা দুর্গা বিরাজ করেন। এই পুজোর বিশেষত্ব হল মূলত এক চালার দুর্গা প্রতিমা নির্মাণের। মা দুর্গা লক্ষ্মী গনেশ সরস্বতী কার্তিক মহিষাসুর ও বাহন সহ একটি কাঠামোর মধ্যেই সমস্ত ঠাকুর তৈরি হয়। বর্তমান পরিবারের এক সদস্য দীপক বাবু জানালেন– দশমী পর্যন্ত চলে পুজোপাঠ। প্রতি বছর এক একটি সদস্যের উপর পুজোর দায়িত্ব পড়ে। তবে পুজোর সময় দেশ–বিদেশে থাকা সদস্যরা তারা সকলে এক জায়গায় মিলিত হয়। ও পারিবারিক এই পুজোয় অংশ নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। মান্না বাড়ির এই সাবেকি পুজো ঘিরে পারিবারিক ও এলাকার মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

# চাঁদা ছাড়া পুজোয় 'উদ্যোগী'

**সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় :** কোনও থিম নয়, কারো কাছ থেকে চাঁদা নয়, স্রেফ নিজেদের টাকায়, দুর্গা পুজো করার পরিকল্পনা নিয়েছে আজাদগড় 'উদ্যোগী' ক্লাব। টালিগঞ্জ আজাদগড়ের 'উদ্যোগী' প্রায় অর্ধ শতাব্দী পার করে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম তারা দুর্গাপুজোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার রবীন সাহা বয়সে নবীন। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা প্রৌঢ় ব্যক্তিকেও হার মানিয়ে দেয়। রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের স্নেহধন্য রবীনবাবু স্থানীয় মা–বোনেদের সঙ্গে নিয়ে প্রথম পুজোতেই বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছেন। রবীনবাবু জানান, আমরা থিমের পুজো করতে চাই না। কারণ থিমের পুজো মানে বিশাল টাকার ব্যয় বহুলতা। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তা জনগণের ওপর বোঝা চাপে। তা ছাড়া পুজোর যে সাত্ত্বিক ব্যাপার সেটা থিমের চাপে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা নিজেদের টাকায় একদম ঘরোয়া ভাবে পুজো করব। ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদকের একজন আশিস সাহা বলেন, তবে আমাদের পুজো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিমার সৌন্দর্যে অনেক ক্লাবকেই টেক্কা দেবে। সাদা মাটা পুজোর মধ্যেও যে অনেক গভীর সৌন্দর্য থাকে, তা আমরা প্রমাণ করব। এই ক্লাবের টগবগে অনেক তরুণ যুবকের অন্যতম হলেন শেখর দাস। রবীনবাবু জানান, আমাদের প্রতিমা মূর্তি উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পুজোর চারদিন আমরা স্থানীয় বাসিন্দারা একসাথে খাওয়া দাওয়া করব। বাড়িতে কেউ রান্না করবো না।

# থিম পরিবেশের ভারসাম্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দেখতে দেখতে ৪৮টি বছর অতিক্রম করে এই বছর খড়্গপুর বিবেকানন্দ পল্লি পুজো কমিটি ৪৯তম বছরে পদার্পণ করল, এই বছর এই পুজো কমিটির প্রাক সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে সার্থক রূপ দিতে, সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে কমিটি তাদের চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। এই




বছর এই পুজো কমিটি পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ ভারসাম্যকে এবার তাদের থিম হিসেবে তুলে ধরবে। মূল থিমের বিষয়– পৃথিবীটা পাখি গাছ, মানুষ সবার শিল্পী শ্রীমান অভিজিৎ সুদূর ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া থেকে এসেছেন জনা তিরিশেক কর্মীকে নিয়ে দিনরাত একবারে কাজ করে চলেছে, থিমের আলোক সজ্জার ও মূল কারিগর অভিজিৎ।

এবারের পুজোর সর্বমোট বাজেট ১০ লক্ষ টাকারও অধিক এই পুজো খড়্গপুর শহরের প্রথম পাঁচটি পুজা ও জেলার একটি উল্লেখযোগ্য কমিটি হিসেবে কয়েক দশক ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। পুজো কমিটির ভাড়ারে স্থান করে নিয়েছে প্রশাসন ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া বহু পুরস্কার বলেন পুজো কমিটির সম্পাদক অমিত হালদার। শুধুমাত্র পুজো নয়। সারাবছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি যথা বাৎসরিক রক্তদান শিবির, থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি অফ ইন্ডিয়াকে আর্থিক অনুদান, ডেঙ্গু প্রতিরোধক ব্যবস্থা স্বরূপ মশারী বিতরণ, দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের বাৎসরিক শিক্ষার সামগ্রী ও টিউশন ফিস প্রদান এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যথা দাবা প্রতিযোগিতা, ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে যুবক ও যুবতীদের যোগদান নিশ্চিত করে চলে আসছে।

# সার্বজনীন দুর্গোৎসব, ইতিহাস ও বিকৃতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৯৩ বছর আগে বারোয়ারি পুজো বা সাধারণ




পুজোর প্রচলন তো ছিলই। তবে বেশির ভাগই ছিল পারিবারিক মেলবন্ধনের পুজো। বিভিন্ন রাজা ও জমিদারদের বাড়িতেই হত দুর্গাপুজো। ১৯২৬ সালে কলকাতার মানচিত্রে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে এই শহরে প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। যার নেপথ্য কাহিনীতে আছে অতীন্দ্রনাথের ইচ্ছা বা বাসনা পূরণ জাতি, বর্ণ, ধর্ম মানুষের হয়ে মানুষের জন্য। তাই সকলকে নিয়েই এই সার্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্যোগ। ১৯১৬ সালে উত্তর কলকাতা বিবেকানন্দ রোড সংলগ্ন কালীসিঙ্গি পার্কে মহা সমারোহে প্রচলন হয় এই পুজোর। সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রবীণ উদ্যোক্তরা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আগে কলকাতায় কোনও প্রতিষ্ঠানই সার্বজনীন শব্দটি তাদের পুজোর মধ্যে ব্যবহার করেননি। ইদানিং শহর জুড়ে অনেক সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে–বিজ্ঞাপনে 'শতবর্ষ অতিক্রান্ত সার্বজনীন দুর্গাপুজো' ইত্যাদির শিরোনামে প্রচার করে চলেছেন।

তাঁদের দাবি এই প্রচার সর্বস্বতায় ইতিহাস যে ক্রমশ বিকৃত ও মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে সে খোঁজ আর কেউ করে না। চটকে জৌলুসে অনেক কিছুই সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কলকাতার বহু সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা দৈনিকেও স্বীকৃত সত্য যে সিমলা ব্যায়াম সমিতি কলকাতায় প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপুজো প্রচলন করে। কেউ কেউ আবার সেই সময় 'স্বদেশী ঠাকুর' বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ বা আবার বলেছেন, বিপ্লবীদের মাতৃ আরাধনা।

এর আগে কেনও পুজোকেই সর্বজনীন এই বিশেষণে চিহ্নিত করা যায়নি। অর্থাৎ এখন যারা এই কথায় মেতে উঠেছেন তারা আর কিছুই নয় ইতিহাসকে বিকৃতি করছেন। তারা আরও বলেন, অনেকের ধারণা নেই 'বারোয়ারি' বা 'সাধারণ' শব্দের মধ্যে 'সার্বজনীন'তা কে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সার্বজনীন পুজোর সত্যতা ও সত্যকে প্রচার করাই আমাদের কাম্য। যে সততা নিয়ে ১৯২৬ সালে এই পুজোর পথচলা শুরু হয়েছিল।

ইতিহাস আর জৌলুসে কলকাতার দুর্গাপুজো বিশ্বব্যাপী স্থান পেয়েছে। ইতিহাসের এমন পতন মোটেই কাম্য নয়।

# ভট্টাচার্য পরিবারে প্রতিমার মুখ কালো

## ঐতিহ্যের ৪৩৩ বছর

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ** ৪৩৩ বর্ষে পদার্পণ করলো ক্যানিং ভট্টাচার্য পরিবারের দুর্গাপুজা। বাংলা ৯৯৩ সালে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের পাইনখাড়া গ্রামে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন ইন্দ্র কুমার ভট্টচার্য্য। পরবর্তী কালে ভারতে চলে আসার পর থেকে ক্যানিংয়ের ১নং দীঘিরপাড় এলাকার বাড়িতেই দুর্গাপুজা হয়ে আসছে। এখানে অবশ্য ৮০তম বর্ষ। ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিমার রং হয় কালো। কালো রং হওয়া প্রসঙ্গে পরিবারের সদস্য পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য বলেন প্রায় ২০০ বছর আগে বাংলাদেশের বাড়িতে সপ্তমীপুজো চলাকালীন পাশেই মনসা মন্দিরের প্রদীপের শিখা থেকে আগুন লেগে দুর্গামন্দিরের সোন–এর চালাঘরে আগুন লেগে দুর্গামায়ের মূর্তি পুড়ে যায়, তখন আশেপাশের লোকজনেরা বলেন মা তোদের হাতে আর পুজা চাইছেন না। যার জন্য আগুনে মায়ের মূর্তি পুড়েছে। এইকথা শোনার পর আমাদের পরিবারের এক সদস্য মায়ের পোড়া মূর্তির সামনে ধ্যানে বসে জানতে পারেন পুজা হবে। তবে পুড়ে গিয়ে মুখ যেমন কালো, শরীর বাদামী রং হয়েছে ঠিক তেমন ভাবে মূর্তি গড়ে পুজা করা যাবে। সেই থেকেই মায়ের মুখ কালো এবং শরীর বাদামী রঙের হয়।

পূজায় আগে মহিষ বলি হত। কেউ প্রসাদ খেত না বলে পরবর্তীকালে পাঁঠা বলি শুরু হয়। আবার পাঁঠা বলি দেওয়ার জন্য মা স্বপ্নাদেশ দিয়ে জানায় শান্তির জন্য পুজো করে পশু বলি? এটা বন্ধ করতে হবে, বন্ধ না হলে ভট্টাচার্য পরিবারের বংশ ধ্বংস করে দেবো। এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর প্রায় ৬২ বছর আগে পাঁঠা বলি দিতে গিয়ে খাড়া আটকে যায় এবং সেই



থেকে বলি দেওয়া প্রথা বন্ধ হয়। তবে অবশ্য মায়ের আদেশ অনুযায়ী সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধী পুজাতে চালকুমড়ো বলি এবং নবমীতে চালকুমড়ো, আঁখ, শশা ও শত্রু বলি হয়। এই শত্রুবলি হল আতপচালের মানুষের মূর্তি গড়ে মানকচু পাতার উপর রেখে বলি দেওয়াকে শত্রু বলি বলা হয়। আরও জানা গেছে ৪৩৩ বছর একই পরিবার বংশ পরম্পর ধরে ঠাকুরের মূর্তি গড়ে চলেছেন। বর্তমানে সেই পাল বংশের বাংলাদেশ থেকে আসা সুন্দরবনের বাসন্তী থানা এলাকার বাসিন্দা গৌতম পাল মূর্তি গড়ার কাজ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ৪৩৩ বছরে একবারের জন্য কোনওদিন ঠাকুরের কাঠামা পরিবর্তন করা হয়নি বলে জানালেন ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা। যথারীতি নিয়ম মেনে দশমীতে বিসর্জন হয় প্রতিমা। বিসর্জনের পর প্রতিমা জলের তলায় বাঁশ দিয়ে তিনদিন পুঁতে রাখা হয় যাতে প্রতিমা ভিজে জলের উপর ভেসে না ওঠে। তিনদিন পর কাঠামো তোলা হয়।

প্রতি বছর পুজার সময় অষ্টমীর দিন সকল দর্শনার্থীদের পূজার প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুজো করেন পরিবারের সদস্য প্রণব ব্যানার্জী। বর্তমানে ভট্টাচার্য পরিবারের আর্থিক অবস্থা সংকট হওয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিবারের সকলকে নিয়ে একটি ভট্টাচার্য্য পরিবার ট্রাস্টিবোর্ড গঠন হয়েছে। সেই থেকে এই বোর্ড পুজো পরিচালনা করেন।

পরিবারের আর এক সদস্য ও বোর্ডের সভাপতি তপন ভট্টাচার্য জানান, আমাদের ভট্টাচার্য পরিবারের পুজোর প্রসাদ হয় সম্পূর্ণ নিরামিশ।

# পুজোয় কলকাতা ভাসবে চন্দননগরের শিল্পীদের আলোয়

**মলয় সুর, চন্দননগর :** বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় চন্দননগরের আলো ছাড়া একেবারে চলে না। রকমারি ও বাহারি আলোর থিমে ও দর্শনার্থী টানার মরিয়া চেষ্টা থাকে কলকাতার একাধিক পুজো কমিটির। প্রতিবারই চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের নতুন কেরামতি দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন কলকাতা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যের মানুষ। ভিন রাজ্যের মানুষও এই উৎসব মরশুমে কলকাতায় আসেন। টুনি বাল্বের কেরামতি থেকে এলইডি আলোর রকমারি– সবই থাকে থিমের আলোকে। অতীতেও আলোর দৃশ্যায়ন ঘটিয়ে একের পর এক চমক সৃষ্টি করেছে চন্দননগর। চন্দননগর এখন আলোর শহর নামেই পরিচিত। রাজ্যের বাইরে দেশ–বিদেশে সর্বত্র এর চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে। চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকশিল্পী সুপ্রতীম পাল, সকলের কাছে বাবু পাল নামেই পরিচিত তিনি বলেন এবার পিক্সেল এলইডি উজ্জ্বল আলোর মাধ্যমে বিভিন্ন থিমকে তুলে ধরা হয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একটি টুনি থেকে প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সাতটি রঙের পৃথক বিচ্ছুরণ ঘটানো যায়। একটি বোর্ডে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রঙের থিম ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এলইডির মাধ্যমে চলমান থিমকেও তুলে ধরা সম্ভব।

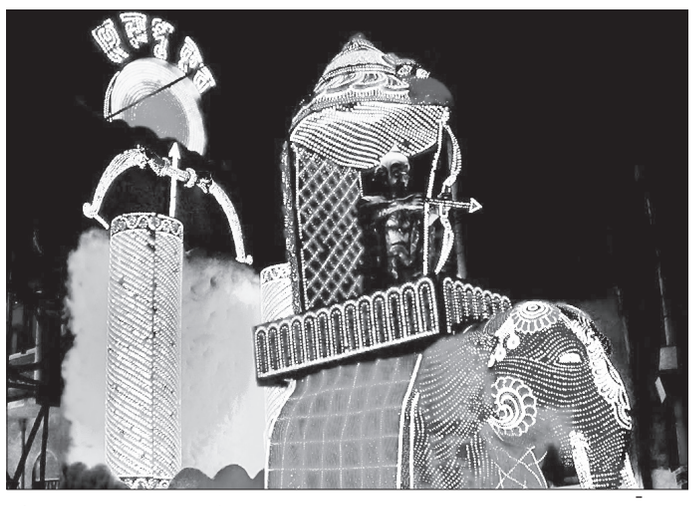

এটি চোখের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। তাই সাধারণ এলইডি বা স্ট্রিপ এলইডি'র তুলনায় এই আলো তৈরির খরচ অনেক বেশি। এই নতুন ধরনের আলো দেখা যাবে লেকটাউনে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে। এবার এখানে মণ্ডপসজ্জার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে



ঐতিহাসিক চিতোরে দুর্গকে। গত বছর তারা বাহুবলী–২' কে থিম করেই গড়ে তুলেছিল মণ্ডপসজ্জা। এবারের চমক 'পদ্মাবৎ' সিনেমার ঐতিহাসিক দুর্গের গেট, রাজপ্রাসাদ, তবে মণ্ডপের বাইরে শিশুদের জন্য ফুল, বিভিন্ন পাখি, আলোকমালায় ফুটে উঠবে। হ্যামলিনের বাঁশির শব্দ। থাকছে পিসি সরকারের ম্যাজিক, কুয়ো থেকে কঙ্কাল উঠছে। অজ্ঞান মানুষ শূন্যে উঠবে। ৬০ ফুট উচ্চতার দুবাইয়ে বুচখালি পারের টাওয়ার হচ্ছে ভিআইপি রোডে অনেকগুলি বড় বড় গেট সাজছে আলোর প্যানেলে। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব শারদোৎসব কমিটির সভাপতি তথা বিধায়ক সুজিত বসু এই পুজোর প্রধান কর্ণধার। এই পুজোতে থাকবে বেশ কিছু অভিনবত্ব।

কলকাতার সিঁথি, বরাহনগরের লোল্যান্ড নেতাজি কলোনির পুজোতে থাকছে অ্যানিম্যাল কার্নিভাল, বিশাল রথ, এতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি ও সারথি ঘোড়া টানছে আলোর মাধ্যমে দেখানো হবে। তবে পুরোটাই মজবুত লোহার কাঠামো দিয়ে তৈরি রথের চাকাও চলবে। এর সঙ্গে কীর্তন ও বাতাসা ছড়ানো হবে বিশ্বকাপ– ২০১৮, মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, খাদ্যসাথী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি সব থাকছে। এমন কি নেদারল্যান্ডসের 'হেগ' শহরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কার প্রদান আলোর মাধ্যমে দেখানো হবে। আলোর ভেলকিতে দর্শকদের চমকে দেওয়া হবে।

পুরো মণ্ডপটি লন্ডনের টেমস নদীর তীরে অবস্থিত দেখানো হবে। গড়িয়াহাটে হিন্দুস্থান ক্লাবে থাকছে পুরোলাইটের রাজপ্রাসাদ এলইডি বোর্ডের উপর। কুইন টাওয়ার–এর উচ্চতা ৬৫ ফুট, এছাড়া থাকবে গেটের উপর মহকাশ কক্ষপথে অভিযান, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, মানুষ চাঁদে যাচ্ছে। পুরীর মন্দিরের গেট, তার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি থাকবে। বজবজ ডিএন ঘোষ রোডে তাদের পুজোতে থাকবে বাহুবলী সিনেমার ভিন্ন ঘটনা, যাতে বৈচিত্রভরা আলোকসজ্জা উপভোগ করবেন দর্শনার্থীরা। থাকছে কৃষ্ণ হেঁটে ননী খেতে যাবে। এর পুরোটাই মেকানিক্যালের মাধ্যমে সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ। তার সঙ্গে থাকবে সাপুড়ে সাপ খেলা দেখাবে। ময়ূর পেখম তুলে নাচবে। আলোকশিল্পী বাবু পাল জানালেন, এবারে পঞ্জাবের ঐতিহাসিক অমৃতসর মন্দিরে শিখধর্মে দীক্ষিত শ্রীগুরু রামদাসজী জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে চন্দননগরের আলোর রোশনাই ফুটিয়ে তুলবেন। যা অমৃতসর শহরের লোকেদের তাক লাগিয়ে দেবেন। পুজোর পর সেখানে পাড়ি দেবেন।

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**